কাসীদা সওগাত

রূহুল আমীন খান
অনূদিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদা সওগাত

রুহুল আমীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.pathagar.com

কাসীদা সওগাত

রূহুল আমীন খান অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯৭

ইফা প্রকাশনা : ২৩১০/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৮৯১.৪৪১
ISBN : 984-06-0978-5

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ (রাজস্ব)
আগস্ট ২০১৩

ভাদ্র ১৪২০

শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ
গিয়াস উদ্দিন খসরু

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১২৪.০০ টাকা।

QASEEDA SAUGAT (A Compilation of Poetical Composition) : Translated by Ruhul Amin Khan into Bangla and published by Nurul Islam Manik, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd.

Price : Tk 124.00 ; US Dollar : 8.00

www.pathagar.com

সূচীপত্র

কাসীদায়ে বানাত সু'আদ ঃ কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা) /১১
কাসীদায়ে বুরদা ঃ ইমাম শরফুদ্দীন আল-বুসীরী (র) /৪১
কাসীদায়ে নু'মান ঃ ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র) / ১২১
কাসীদায়ে গাউসিয়া ঃ শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র) / ১৫১
কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ ঃ শাহ নিয়ামতুল্লাহ কাশ্মীরী (র) / ১৭১

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পবিত্র কুরআনে 'শু'আরা' বা 'কবিগণ' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে। এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখ না, উহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায় ? এবং তাহারা তো বলে যাহা তাহারা করে না। কিন্তু উহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (আয়াত ২২৪ - ২২৭)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা : "আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে।" (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৬৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময়কালে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়া-জাহানের রহমতস্বরূপ আগমন করেন, আরব উপদ্বীপের পটভূমিতে সে সময়কালটি নানা কারণে 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত' হিসেবে পরিচিহ্নিত হলেও, একটি কারণে উপদ্বীপটির সুখ্যাতি ছিল প্রবাদতুল্য। কবি ও কবিতার জন্য এ জনপদের সুনাম দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিতা ছিল আরবদের নিত্যসঙ্গী। অন্যান্য অভ্যাসের মতো কবিতা তাদের নিত্য-অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সেখানে কাব্যচর্চা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, উকাজের মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন এবং সেরা কবিদের কবিতা সাধারণের পাঠের জন্য পবিত্র কা'বার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেয়া হতো। যা পরবর্তীতে 'সাবা মুয়াল্লাকা' নামে সংকলিত হয়েছে।

এ অবস্থায় মানবতার মুক্তিদূত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন। তাঁর নিকট নাযিলকৃত কিতাব 'আল-কুরআন' সেই যুগ-বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই অবতীর্ণ হলো। ফলে কাফির-মুশরিকরা আল-কুরআনকে 'কাব্যগ্রন্থ' এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'কবি' হিসাবে আখ্যায়িত করলে কুরআনুল করীমের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত প্রতিবাদ ঘোষিত হয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির-মুশরিকরা ইসলামের বিরোধিতায় কবি ও কবিতাকে যখন ব্যবহার শুরু করলো, তখন রাসূল (সা) সাহাবী কবিদের এই বলে উৎসাহিত করলেন যে, 'যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা (অর্থাৎ কবিতার দ্বারা) আল্লাহ্‌র সাহায্য করতে কে

www.pathagar.com

তাদের বাধা দিয়েছে ?'—এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উৎসাহে একদল সাহাবী কবি ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য ও মহিমা প্রচারে কবিতাকে ব্যবহার করতে থাকেন। এভাবে ইসলামের গৃহাঙ্গনে কবি ও কবিতা গ্রহণযোগ্যতা পেল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবিত থাকা অবস্থায় মদীনায় ইসলামী কবিবৃন্দ ইসলাম প্রচারের কাজেই কবিতা চর্চা করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাঁদের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর ওফাতের পর রাসূল (সা)-এর শানে কবিতা লেখা একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হযরত কা'ব ইবন যুহায়র (রা) লিখিত কাসীদায়ে বানাত সু'আদ। পরবর্তীকালে আরবী ভাষার সীমান্ত ছাড়িয়ে ফারসী-উর্দু-বাংলা-হিন্দী-ইংরেজি-ফরাসীসহ দুনিয়ার সকল সেরা ভাষায় রাসূল (সা)-এর শানে কবিতা লেখার ধারা অব্যাহত থাকে।

বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা রূহুল আমীন খান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানে লেখা জগদ্বিখ্যাত পাঁচটি কাসীদার কাব্যানুবাদ বাংলাভাষী পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এগুলো হলো : কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা)-রচিত কাসীদায়ে বানাত সু'আদ, ইমাম শরফুদ্দীন আল বুসীরী (র) রচিত কাসীদায়ে বুরদা, ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র) রচিত কাসীদায়ে নু'মান, শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র) রচিত কাসীদায়ে গাউসিয়া এবং শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ্ কাশ্মিরী (র) রচিত কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ্।

এ কাসীদাগুলো মুসলিম বিশ্বে বহুল পঠিত এবং চিরায়ত মহিমায় ভাস্বর। রাসূল-প্রেমিক মুসলিমগণ শত শত বছর ধরে এ কাসীদাগুলো ওয়াজীফাহ হিসেবে পাঠ করে রাসূলপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আসছেন। বাংলাভাষী পাঠক এ কাসীদাগুলোর রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত থাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে এ কালোত্তীর্ণ কাসীদাগুলোর বাংলা কাব্যানুবাদ প্রকাশ করা হলো।

কবি রূহুল আমীন খানের স্বাচ্ছন্দ্য ও অনুপম এ কাব্যানুবাদ আগ্রহী সকলের আত্মার খোরাক জোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ২০০৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ খেদমত কবুল করুন এবং আমাদেরকে পাঠকদের খেদমতে ভাল বই উপহার দেওয়ার তৌফিক দিন। আমীন !

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

কাসীদা সওগাত পাঁচটি বিশ্বখ্যাত কাসীদার বাংলা কাব্যানুবাদ। এই পাঁচটি কাসীদাই চিরায়ত মহিমা লাভ করেছে বিশ্বজুড়ে। শত শত বছর ধরে এই অমিয় সুধাক্ষরা কাসীদাগুলো মানবচিত্তের পিপাসা মিটাচ্ছে। এক অনির্বচনীয় ভাব-চেতনালোকে উন্নীত করছে পাঠককে। অনাগতকালের পাঠক-চিত্তেও অমিয় সুধা সিঞ্চন করবে, ভাব-চেতনালোকে আলো ফেলবে। কাজেই, কাসীদা সওগাত বাস্তবিকই সওগাত বা উপহার পাঠকদের জন্য। সেই পাঠকদের জন্য, যাঁরা মহান আল্লাহ্ পাককে ভালবাসেন, ভালবাসেন তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল (সা)-কে, যাঁরা রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে গড়ে তুলতে চান পরম কাঙ্ক্ষিত সেতুবন্ধন।

এই পাঁচটি কাসীদা বাংলা ভাষায় কাব্যানুবাদ করেছেন কবি রূহুল আমীন খান। তিনি শুধু বড় মাপের কবি নন, একজন প্রখ্যাত আলেম এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদও। তিনি বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমাজ সচেতন কলামিস্ট এবং পারিবারিকভাবে অধ্যাত্ম চেতনাজারিত মানুষ। কাসীদাগুলোর মর্মলোক অর্থাৎ ভাষা-ছন্দের অন্তরে যে অতলস্পর্শী ভাব-চেতনা, কবি রূহুল আমীন খান স্বভাবতই তাকে অনুভব করে, ধারণ করে সম্পন্ন করেছেন তরজমা কর্ম। আর এ কারণেই মূলানুগ থেকেও তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের কাসীদাগুলোর অমিয় সুধা বিলানোর কাজটি সুচারুরূপে করতে পেরেছেন।

প্রথম তিনটি কাসীদা– কাসীদায়ে বানাত সু'আদ, কাসীদায়ে বুরদা, কাসীদায়ে নু'মান কালোত্তীর্ণ নানা কারণেই। যেমন অতীতের, তেমনি বর্তমানের এবং অনাগতকালেরও সকল পাঠক-চিত্ত, চিত্তের মৌলিক আবেগ-চেতনাকে ধারণ করে আছে এই তিনটি কাসীদা। কেননা, এই তিন কাসীদাতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানবের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও শীর্ষারূঢ় মহিমা শব্দে-ছন্দে কীর্তিত। তিনি মানব জাতিকে রক্ষা করেছেন সমূহ পতন থেকে। সমাজকে উদ্ধার করেছেন জঘন্য বিনাশ থেকে। সমুন্নত করেছেন মানুষের মানবিক অধিকার। নিশ্চিত করেছেন মানব মর্যাদা।

এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের সম্পর্ককে করেছেন মহিমান্বিত। অনন্তের সাথে অনিত্যের সম্পর্ক-সূত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি মানবশ্রেষ্ঠ, নবীশ্রেষ্ঠ, জগৎশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

নবী মুহম্মদ (সা)। মহান আল্লাহ্ যাঁকে প্রিয় হাবীব সম্বোধন করেছেন, একমাত্র হাবীব বলে সম্মানিত করেছেন, যাঁর প্রশংসাবাণী নিজে উচ্চারণ করেছেন, যাঁকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন, সেই হাবীবে খোদা (সা)-এর শানে রচিত কাসীদা জগতের সেরা কাসীদা। কাসীদা বা কাব্যের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ভাব বা বিষয় হতে পারে না।

এই মহামানবের গুণকীর্তন শুধুমাত্র গুণকীর্তন নয়, তাঁর মহিমাকীর্তন মানে তাঁর সাথে অনন্তের এবং তাঁর সাথে নিত্যের সম্পর্কসূত্রের চেতনাকে জাগরূক করা। অন্য কথায় স্রষ্টা ও মানবের মধ্যে নির্ভরযোগ্য চিরকালীন সেতুটি স্পষ্ট করে তোলা। অসীমের সাথে সসীমকে যুক্ত করার সেতুবন্ধনটিকে আত্মার চর্চায় উন্মুক্ত করা। আলোচ্য তিনটি কাসীদায় অন্তর্লোককে সূক্ষ্ম মসৃণ গতিশীল করে তোলার জরুরি চেতনা সঞ্চারিত করা হয়েছে।

....

মুহম্মদ (সা)-এর সামনে হাজির হলেন কবি কা'ব। দৃষ্টি দিলেন তাঁর মুখমণ্ডলে। সাথে সাথে তীব্র আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণে কা'বের দৃষ্টির আঁধার আবিলতা কেটে গেল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন উদ্ভাসিত সত্য-সুন্দর-কল্যাণ। মুহূর্তে তা জাগরিত করল কা'বের আত্মার ভেতরে সুষুপ্ত শুভচেতনাকে। কবি কা'ব তার অতীত কর্মের কারণে লজ্জিত হলেন, অনুতপ্ত হলেন। সাথে সাথে নবী করীম (সা)-এর অনুগ্রহ চাইলেন। নবীজী প্রসারিত করলেন মোবারক হস্ত। নবী (সা)-এর অনুগ্রহে আপ্লুত কবি সযত্ন শ্রদ্ধায় ধারণ করলেন সেই মোবারক হস্ত। পাঠ করলেন পবিত্র কালেমা। শাণিত কাব্য-কবিতায় মুহম্মদ (সা)-এর বিরোধিতার অবসান ঘটল। মহানবী (সা)-এর অনুমতি নিয়ে কবি কা'ব পাঠ করলেন ঃ 'বানাত সু আদু ফা কালবী আল ইয়াওমু মাতবুলু .....। কবি কা'বের কাসীদার ভাব-ভাষা-ছন্দ এক অলৌকিক মহিমাকে মুখরিত করে তুলল। গোটা মজলিসের চিত্ত এক অবিচ্ছিন্ন আবেগ চেতনায় সমন্বিত হল। এই চেতনা মহানবী (সা)-কে নিয়ে সকলের হৃদয়ে ছিল উপ্ত। কা'বের কাসীদা তাকে মুখর করল– অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত করল। আবৃত্তি শেষে কবি নীরব হলেন। কিন্তু ধীর লয়ে মুখরিত হতে থাকল তার কাসীদার ধ্বনি-ব্যঞ্জনা। উপস্থিত সকলের হৃদয় আকুল আকুতিতে নরম হয়ে উঠল, আলো মোলায়েম হয়ে উঠল, বাতাস অধিকতর শীতল, আরামপ্রদ হয়ে বইতে থাকল, স্নিগ্ধতায় ভরে গেল মদীনার প্রকৃতি। আর এ সব কিছুই তাঁর জন্য, তাঁর অনন্য শানের জন্য। তিনি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব– তাঁর শানে কবি কা'বের অনন্য কাসীদা প্রবাহিত হতে থাকল– অন্তহীন এই কাসীদা বানাত সু'আদ রাসূল (সা)-এর শানে অনন্তকালব্যাপী মানুষের উচ্চারণকে ভাব-ভাষা ও ছন্দ মাধুর্যে চিরায়ত করে রাখল।

www.pathagar.com

এই বানাত সু'আদ-এর অনুবাদ হয়েছে মূল আরবী থেকে পৃথিবীর প্রায় সকল জীবিত ভাষায়। একই ভাষায়ও আবার একাধিক বার, বহুবার অনূদিত হয়েছে চিরায়ত এই কাসীদা। এই মহিমান্বিত কাসীদা পাঠ, চর্চা, অনুবাদ বারবার করেও ভক্তজনের আশা মেটে না, আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকে সমভাবে। কবি রূহুল আমীন খান অত্যন্ত দরদ দিয়ে সযত্ন নিষ্ঠায় বানাত সু'আদ তরজমা করেছেন বাংলায়। আগেও একাধিকবার এটি বাংলায় তরজমা হয়েছে। তারপরও রূহুল আমীন খানের তরজমা ভিন্ন আমেজে আপ্লুত করবে পাঠককে। বানাত সু'আদ এমন এক কাসীদা যা আবেগ-চিত্তের অগ্রগমন ঘটায়। শুরু থেকে অনাগত কালের সকল পাঠকের আবেগ-চেতনাকে সমভাবে ধারণ করে আছে এই মহিমাসিক্ত কাসীদা। কবি রূহুল আমীন খানের তরজমা এর চিরায়ত সৌন্দর্য ও চিৎপ্রকর্ষকে এমনভাবে ধারণ করেছে যাতে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন পাঠক থেকে শুরু করে অতি সাধারণ পাঠক পর্যন্ত সমভাবে এই কাসীদার অমিয় সুধা পান করতে পারবেন। বানাত সু'আদ কাসীদায় সেই অমিয় সুধা প্রবহমান রয়েছে, যা নবী করীম (সা)-এর তন্ময় শ্রবণ লাভে ধন্য হয়েছিল। নবীজী (সা) স্বীয় কাঁধ থেকে চাদর মোবারক নামিয়ে কবি কা'বকে দান করেছিলেন। কবি কা'বের সেই অমিয় সুধা বাংলা ভাষায় সুচারুরূপে পরিবেশনের জন্য কবি রূহুল আমীন খানও পুরস্কৃত হবেন– এ আশা আমরা করতে পারি।

কাসীদা সওগাত-এর দ্বিতীয় কাসীদা-কাসীদায়ে বুরদা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত এই কাসীদা। রচয়িতা ইমাম শরফুদ্দীন বুসিরী (র) প্রথিতযশা কবিই শুধু ছিলেন না, ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত এবং কামিল বুযুর্গ। মিসরের সীমানা ছাড়িয়ে সারা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি। কাসীদায়ে বুরদাও নবী মোস্তাফা (সা)-এর পবিত্র মহিমার শানে রচিত। উচ্চ অধ্যাত্মচেতনা ও হুব্বে রাসূল (সা)-এর নিখাঁদ আবেগে এর ভাব, ভাষা, ছন্দ এক অনির্বচনীয় বুনটে সমৃদ্ধ। এই কাসীদা যখন রচিত হয় কবি ইমাম বুসিরী (র) তখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর রজনীতে স্বপ্নে কবি এই কাসীদা পাঠ করেন রাসূল (সা)-এর সমীপে। স্বপ্নেই রাসূল (সা) তাঁর শরীরে মোবারক হাত বুলিয়ে দেন এবং ইমাম বুসিরীর গায়ে চাপিয়ে দেন নিজের নকাশাদার চাদর। ঘুম ভেঙ্গে গেলে বুসিরী (র) দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাতে এই কাসীদা 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই কাসীদার বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষার কারুকর্ম নকশাদার চাদরের মতই। অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে এই কাসীদা পঠিত হয়ে আসছে মুসলিম জাহানে। এই কাসীদার বস্তুগত মাহাত্ম্যও সুখ্যাত। কবি রূহুল আমীন খানের সযত্ন তরজমায় কাসীদায়ে বুরদা বাংলাভাষী পাঠকদের আবেগ-চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করবে, এটা বলা যায়। এ ছাড়া, বাংলা শব্দ-ছন্দে যে গীতল প্রবহমানতা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এ কাসীদা আবৃত্তি ও স্মরণে রাখা উভয়ই হবে সহজসাধ্য।

www.pathagar.com

ইমাম আযম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত (র)-এর রাসূল-প্রেম ছিল একনিষ্ঠ, আবেগঘন। তাঁর গোটা জীবন ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় উৎসর্গীকৃত। ফিক্‌হকে এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র ও বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার মত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছাড়া আরও বহু অবদানে সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। তাঁর আরেক অনন্য অবদান 'কাসীদায়ে নু'মান'। তিনি ছিলেন এক মহান আশেকে রাসূল। মুহম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁর ইশ্‌ক, তাঁর আকর্ষণ, মহব্বত যে কত গভীর, কত মজবুত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে এই কাসীদায়। এর প্রতিটি পঙক্তি রাসূল-প্রেমের সতেজ ধারায় সিক্ত– যা সহজেই হৃদয়কে নরম করে, দ্রবীভূত করে। মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব ও আমাদের প্রিয় রাসূলের প্রতি সেই প্রেমে মানুষকে অনির্বচনীয় উচ্চস্তরে উন্নীত করে। কাসীদায়ে নু'মান রাসূল-প্রেমিকদের কাছে ইমাম আযমের এক অনন্য তোহফা, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাসীদায়ে নু'মান রচনার বিশেষ কোন পটভূমি বা ঘটনাচক্র নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইমাম আবু হানিফা (র)-এর গোটা জীবনটাই ছিল মহান আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সা)-এর অন্তহীন মহব্বতের ফল্গুধারায় স্নাত। আর সেই ধারারই সারনির্যাস কাসীদায়ে নু'মানকে বাংলা ভাষায় তরজমা করতে গিয়ে কবি রূহুল আমীন খান তাঁর হৃদয়গত আবেগ-চৈতন্য এবং ভাষা-ছন্দের অপরিমেয় দক্ষতাকে নৈপুণ্যের সাথে ব্যবহার করেছেন। ভক্ত ও শিল্পী রূপের সুসমন্বয় এই কাসীদার তরজমাকে চমৎকৃত করে তুলেছে।

চতুর্থ কাসীদা কাসীদায়ে গাউসিয়া গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর এক ব্যতিক্রমী কাসীদা এবং বিশ্বে সুখ্যাতও বটে। গাউসুল আযমের রচনাবলী হাজার বছর ধরে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সমাদৃত। প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান বক্তৃতা গ্রন্থাদি। কিছু খণ্ড কবিতা ও কাসীদাও রচনা করেছেন তিনি। তাঁর এ জাতীয় রচনার মধ্যে কাসীদায়ে গাউসিয়া নানা কারণেই অনন্য। গাউসুল আযমের এই কাসীদা তাঁর স্বাভাবিক ও সাধারণ রচনা নয়। কেননা এই কাসীদা রচিত হয়েছে ওয়াজ্‌দের হালতে। হযরত বড় পীর সাহেবের শিখর স্পর্শ অধ্যাত্ম সাধনার কথা সুবিদিত। সাধনার এমন এক পর্যায় আছে যেখানে সাধক নিজেকে বিস্মৃত হন। মহাসত্তার মাঝে উপনীত হলে নিজের অস্তিত্ব থাকে না, থাকার কথাও নয়। এরকম ফানাফিল্লাহ্‌র স্তরে রচিত বলে কাসীদায়ে গাউসিয়া ব্যতিক্রমী এবং অহংযুক্ত হয়েছে। এই কাসীদা এতটাই বিখ্যাত ও এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে, ওয়াজীফাহ্‌ হিসেবে পঠিত হয়ে থাকে। রূহুল আমীন খান এই কাসীদাটির বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা বজায় রেখে মনোজ্ঞ তরজমা করেছেন। শব্দের ব্যবহার ও ছন্দের ঝংকারেও কাসীদার মূল সুরকে ধ্বনিত করতে পেরেছেন কবি।

পঞ্চম কাসীদা কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ। ১১৫২ সালে এই কাসীদা রচনা করেন প্রখ্যাত কামেল বুযুর্গ হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (র)। এই কাসীদা প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীসমৃদ্ধ। কাশ্‌ফ ও ইলহাম। আজ থেকে সাড়ে ৮শ' বছর আগের এই কাসীদার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে ফলে গেছে বিস্ময়করভাবে। ফার্সী ভাষায় রচিত এই কাসীদায় ভারত উপমহাদেশসহ গোটা বিশ্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এই কাসীদা বৃটিশ আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। বৃটিশ শাসকরা মনে করতেন, এই কাসীদা মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করে এবং নয়া প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এই কাসীদা মুসলিম জাতিকে দুর্যোগকালে অভয় সিঞ্চন করে, নিরাশার মধ্যেও আশার উন্মেষ ঘটায়। কবি রূহুল আমীন খান এই কাসীদাটির সহজবোধ্য তরজমা করেছেন। প্রয়োজনীয় টিকা-ভাষ্য সংযোজন করেছেন। ফলে, কাসীদাটি সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হয়ে উঠবে।

আলোচ্য পাঁচটি কাসীদা যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বে বহুল পঠিত এবং নিঃসন্দেহে সর্বাধিক জনপ্রিয়। স্বনামখ্যাত কবি রূহুল আমীন খান এই কাসীদা পাঁচটির স্বাচ্ছন্দ্য ও অনুপম তরজমা করে বাংলা কাব্যধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটিয়েছেন। তিনি কাসীদাগুলোর নিছক গদ্যানুবাদ করেননি, কাব্যানুবাদ করেছেন। আমরা জানি রূহুল আমীন খান ছান্দসিক কবি এবং তাঁর শব্দের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর ছড়ায়, হাম্‌দ, না'ত ও অন্যান্য কবিতায় এর উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে ছন্দ মিলের জন্য শব্দ অন্বেষণে তাকে কখনো ভাব থেকে বিচ্যুত হতে হয় না। কাসীদা সওগাতে শব্দ-ছন্দে মূল ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তার এই সক্ষমতা এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বিশেষত প্রথম তিনটি কাসীদা বাংলা কাব্যে এক নবতর অধ্যাত্ম চেতনার সঞ্চার ঘটিয়েছে। অতি উচ্চস্তরের, অতি উৎকৃষ্ট রাসূল প্রশস্তির এই কাসীদা সওগাত পাঠকগণ মহত্তম সওগাত বা উপহার হিসেবে গ্রহণ করবেন। অতি যত্নের সাথে পাঠ করবেন, আত্মিক উন্নয়নে প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আশা করি। মহান আল্লাহ্ পাক কবি রূহুল আমীন খানের এই নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ কবুল করে নিন। আমীন!

ইউসুফ শরীফ
সিনিয়র সহকারী সম্পাদক
দৈনিক ইনকিলাব
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ছারছীনা শরীফের পীর ছাহেব
হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ (র)
হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মুহম্মদ ছালেহ (র)
এবং চৈতা দরবার শরীফের
হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইউনুছ খান (র)
আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন তাঁদের
জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।
আমীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদায়ে বানাত সু'আদ

কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি কা'ব (রা) এবং বানাত সু'আদ-এর প্রেক্ষাপট

কালজয়ী কাসীদা 'বানাত সুআ'দ -এর রচয়িতা কবি কা'ব ইবন যুহায়র (রা)-এর জন্ম প্রাক-ইসলামী যুগে এক সুবিখ্যাত কবি বংশে। তাঁর পিতা যুহায়র ইবনু আবি সুলমা আল-মুযানী ছিলেন প্রাচীন আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। সুবিখ্যাত 'ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক' 'আল-মুয়াল্লাকাত আস-সাব'উ' বা 'সাব'উ মুয়াল্লাকাত'-এর তৃতীয় কবিতার রচয়িতা ছিলেন তিনি। কবি কা'বের মাতা কাবশাও ছিলেন একজন কবি। কাব্য প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন কা'ব ইবন যুহায়র। কবির পিতা ইসলামের আবির্ভাবের ১০ বছর পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করেন। কবি যখন ভরা যৌবনে, তখনই মক্কায় আবির্ভাব ঘটে পবিত্র ইসলামের। শুরু হয় সত্য-মিথ্যার সংঘাত। অধিকাংশ মক্কাবাসী কাতারবন্দী হয় ইসলামের বিপক্ষে। কবি কা'বও ভিড়ে যান তাদের দলে। লিখে চলেন ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা। প্রিয় নবী (সা) মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পরেও অব্যাহত থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে তার নিন্দাসূচক কবিতা রচনা। ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের সময় কবি কা'ব ইসলাম-দুশমনদের মধ্যে কাব্যের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন রণোন্মাদনা। মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধেও কদর্য কবিতা লিখেন তিনি। এমনকি প্রিয়নবী (সা)-এর বিরুদ্ধেও রচনা করেন কুৎসাপূর্ণ কবিতা। এতে মুসলমানগণ কবির প্রতি ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজিত, আল্লাহর রাসূল (সা) -ও ছিলেন ক্রোধান্বিত।

৮ হিজরীতে মক্কা বিজয় ঘটে। প্রিয়নবী (সা) মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন কিন্তু গুরুতর অপরাধের জন্য দশজনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ। কবি কা'ব ইবন যুহায়র ছিলেন তাদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা) পরবর্তীতে দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজনকেই অনুতপ্ত হওয়ার কারণে ক্ষমা করে দেন কিন্তু কবি কা'বের প্রতি বহাল থাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ। প্রাণভয়ে কবি তার ভাই বুযায়রকে নিয়ে পলায়ন করেন মক্কা থেকে। আশ্রয় নেন মদীনার অদূরে আবরাকুল আয়যাক উপত্যকায়, এক ঝিলের কিনারায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুযায়র কবিকে এখানে রেখে চলে যান মদীনায় প্রিয়নবী (সা)-এর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য। মদীনায়

www.pathagar.com

এসেই তার মনোরাজ্যে সৃষ্টি হয় বিরাট পরিবর্তন। মুগ্ধ-মোহিত হন বিশ্বনবীর অনুপম চরিত্র মাধুর্য দেখে এবং গ্রহণ করেন ইসলাম। যথাসময় এ খবর পৌঁছে কবি কা'বের কাছে। দারুণভাবে মনঃক্ষুণ্ন হন তিনি এবং ভাইকে উদ্দেশ্য করে লিখেন এক কবিতা, তাঁকে আহবান জানান ইসলাম ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তনের। কবিভ্রাতা এ কবিতাটি প্রিয়নবী (সা)-কে দেখালে তিনি আরও ক্রোধান্বিত হন এবং পুনঃ কবির মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করেন। খবর পেয়ে কবি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঝিল উপত্যকা থেকে পলায়ন করে আশ্রয় নেন দূরবর্তী এক গহীন অরণ্যে।

এদিকে কবিভ্রাতা বুযায়র কবি কা'বের কবিতার উত্তরে আর একটি কবিতা রচনা করেন এবং তার মাধ্যমে কবিকে উপদেশ দেন অনুতপ্ত হতে এবং প্রিয়নবী (সা)-এর দরবারে এসে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। তিনি লিখেন, এছাড়া তোমার পরিত্রাণ নেই। ভাইয়ের লেখা পেয়ে প্রাণভয়ে ভীত কবি আশ্রয় প্রার্থনা করেন খুযায়মা গোত্রের কাছে। তারা প্রত্যাখ্যান করে এই প্রার্থনা। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে অবশেষে কবি সিদ্ধান্ত নিলেন আত্মসমর্পণের। তিনি প্রিয় নবী (সা)-এর প্রশংসায় রচনা করলেন অনবদ্য এক কাসীদা। এই কবিতা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে 'বানাত সু'আদ কাসীদা' নামে। ভয়ে দুরু দুরু অন্তর। কেউ দেখতে পেলে রক্ষে নেই। কবিতা নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি মদীনায়ে তায়্যিবার পানে। পথ চললেন নৈশ অন্ধকারে, লোকচক্ষু থেকে নিজেকে আড়াল করে। এভাবে বিপদ সঙ্কুল সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন কবি এসে পৌঁছলেন নবীর শহর মদীনা মুনাওয়ারায়।

পেয়ারা রাসূল (সা) মসজিদে নববীর মুবারক দরবারে সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে দীনী আলোচনায় মশগুল। কবি জুরাইনা গোত্রের এক সঙ্গীকে নিয়ে ছদ্মবেশে, অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন মসজিদে নববীতে। দূর থেকে দৃষ্টিপাত করলেন প্রিয়নবী (সা)-এর চেহারা মুবারকের দিকে। অপূর্ব! নূরের ঢেউ খেলছে সে চেহারায়। সে আলো তরঙ্গের দোলা লাগল কবির মনোরাজ্যে। অপসৃত হতে লাগল অন্ধকার, মুগ্ধ মোহিত আবেগাপ্লুত কবি এক তীব্র আকর্ষণে উপনীত হলেন প্রিয়নবীর সম্মুখে। অধঃবদনে, বিনয় বচনে আরয করলেন, ওগো দয়াল নবী! আজ যদি কবি কা'ব লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে আপনার সমীপে এসে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আপনি কি ক্ষমা করবেন তাকে ? দয়ার সাগর প্রিয়নবী সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই। মুগ্ধ, আবেগ-কম্পিত কবি কা'ব ছদ্মাবরণ ত্যাগ করে আনত মস্তকে করজোড়ে বললেন ঃ দয়াল নবী! আমিই অভাজন কা'ব। অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করুন আমাকে। আল্লাহর হাবীব (সা) তাঁর মুবারক হাত বাড়িয়ে দিলেন কা'বের প্রতি। কবি হাত মুবারক লুফে নিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু– "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, আমি

www.pathagar.com

আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" তাওহিদী নূরে উদ্ভাসিত হল তার ভেতর-বাহির। আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক সকলে। এই পূত-পবিত্র নান্দনিক পরিবেশে কবি পেয়ারা নবীর দরবারে বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করলেন একটি কাসীদা আবৃত্তির। আল্লাহর হাবীব অনুমতি প্রদান করলে হর্ষোৎফুল্ল কবি শুরু করলেন, "বানাত সুআ'দু ফা কালবী আল-ইয়াওমু মাতবুলু .....। আবৃত্তি করে চলছেন কবি। ভাষার বৈচিত্র্যে, ছন্দের মাধুর্যে, ভাবের দ্যোতনায় মুগ্ধ মোহিত মজলিস। প্রিয় নবীসহ সকলে পান করছেন অমিয় সেই কাব্য সুধা তন্ময় হয়ে। সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি শেষে নীরব হলেন কবি। পুলকিত নবীজী নিজ কাঁধ থেকে চাদর মুবারক নামিয়ে দান করলেন কবিকে। মহাসম্মানে ভূষিত হলেন কবি কা'ব। ধন্য হলেন আল্লাহর হাবীবের ব্যবহৃত চাদর লাভ করে। অমূল্য এ উপহার অতি যত্নে, অতি তাযীমে সংরক্ষণ করেছেন তিনি সারা জীবন। তার নিকট থেকে বহুমূল্য দিয়ে এই পবিত্র চাদর খরীদ করতে চেয়েছেন অনেকে। পরবর্তীতে কবি দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, অতিকষ্টে দিন গুজরান করেছেন, তবু কোনকিছুর বিনিময়ে হস্তচ্যুৎ করতে রাযী হননি এই মুবারক স্মৃতিচিহ্ন। একবার সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীর মুয়াবিয়া (রা) দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে এ চাদর মুবারক সংগ্রহ করতে চাইলে কবি বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। কবি কা'ব দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এক বর্ণনামতে হিজরী ২৪, মুতাবিক ৬৪৪ ঈসায়ী সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

কবি কা'ব জাহিলী যুগে যেমন কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি কাব্য রচনা করেছেন ইসলাম যুগেও। কবি কা'বের 'দীওয়ান আস-সুকরী' নামে এক সংকলন রয়েছে যাতে তার রচিত ৩৩টি কবিতা এবং কিছু খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে। তবে 'বানাত সু'আদ'ই তাকে দান করেছে অমরতা। এই কবিতা সর্বযুগে সমাদৃত হয়েছে সমভাবে। ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, তুর্কী, ফারসী, উর্দূ, বাংলাসহ পৃথিবীর প্রায় সবগুলো বিখ্যাত ভাষায় হয়েছে এর অনুবাদ; এবং এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ কবিতা পাঠ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। বস্তুত 'বানাত সু'আদ' কাসীদার আবেদন চিরন্তন, অজর অক্ষয় এর প্রেক্ষাপট।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ مَدْحَةِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِيْ الْيَوْمُ مَتْبُوْلُ
مُتَيَّمُ اِثْرُهَا لَمْ يَفِدْ مَكْبُوْلُ

٢

وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَيْنِ اِذْ رَحَلُوْا
إِلاَّ اَغَنُّ عَضِيْضَ الطَّرَفِ مَكْحُوْلُ

٣

هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً
لاَ يُشْتَكَى قِصَرٌ مِّنْهَا وَلاطُوْلُ

٤

تَجْلُو عَوَارِضُ ذِيْ ظَلْمٍ اِذَا بْتَسَمَتْ
كَاَنَّهُ مُنْهَلُ بِالرَّاحِ مَعْلُوْلُ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কা'ব ইবনু যুহায়র (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় বলেন ঃ

১. প্রিয়া সোয়াদ গেল চলে
সঙ্গে সহযাত্রীগণের
চিত্ত হলো বন্দী গোলাম
বিত্তহারা মুক্তিপণের।

২. বিদায় ঊষায় চলল যখন
মরু অভিযাত্রী সকল
সোয়াদ তখন রোরুদ্যমান
সুরমা-নয়ন অশ্রুসজল।

৩. সমুখ থেকে শীর্ণ কটি
পিছন পীবর নিতম্বিনী
অতি দীঘল নয় কি বেঁটে
মধ্যমাকায় সুরঞ্জনী।

৪. তাবাস্‌সুমে[১] সমুখ দাঁতে
দীপ্ত আলোর ঢেউ খেলে যায়
মুক্তো সে দাঁত উজাল যেন
বারে বারে সিক্ত সুরায়।

১. তাবাসসুম = মুচকি হাসি।

www.pathagar.com

٥

شَجَّتْ بِذِى شَبِمٍ مِنْ مَاءِ مَحْنِيَةٍ
صَافٍ بِأَبْطَحِ اَضْحٰى وَهُوَ مَشْمُوْلُ

٦

تَنْفِى الرِّيَاحُ الْقَذٰى عَنْهُ اَفْرَطَهُ
مِنْ صَوْبِ سَارِيَةً وَبَيْضُ يُعَالِيْلُ

٧

اَكْرَمَ بِهَا خُلَّةً لَوْ اَنَّهَا صَدَقَتْ
مَوْعُوْدَهَا اَوْ لَوْ اَنَّ النُّصْحَ مَقْبُوْلُ

٨

لٰكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيْطَ مِنْ دَمِهَا
فَجْعٌ وَّوَلْعٌ وَّاَخْلَافٌ وَّتَبْدِيْلُ

٩

فَمَا تَدُوْمُ عَلٰى حَالٍ تَكُوْنُ بِهَا
كَمَا تَلَوَّنُ فِىْ اَثْوَابِهَا الْغُوْلُ

www.pathagar.com

৫. মিশ্রিত সে শরাব এমন
স্বচ্ছ শীতল বিষ্টি জলে
উত্তুরে মেঘ-বুক চুয়ে যা
ঝরল প্রাতে গিরির ঢলে।

৬. স্নিগ্ধ সমীর হিল্লোলে যা
নিতুই থাকে দূষণহারা
হ্রাস পেলে ফের পূর্ণ করে
শুভ্র মেঘের নৈশধারা।

৭. কতই ভাল হত যদি
রাখত সখী শপথ করে
শুনত যদি আমার কথা
সৎ উপদেশ পরান ভরে।

৮. কিন্তু সখীর রক্তকণায়
মিশ্রিত সব ছলা-কলা
দহন-পীড়ন শপথ ভাঙা
হর-হামেশা মিথ্যে বলা।

৯. চঞ্চলিয়ার মন বোঝা ভার
নিশিথ মায়াবিনীর মত
রূপ থেকে যায় রূপান্তরে
বিবর্তিত হয় সতত।

www.pathagar.com

١٠

وَلاَ تَمَسَّكُ بِالْعَهْدِ الَّذِىْ زَعَمْتَ
اِلاَّ كَمَا تُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيْلُ

١١

فَلاَ يَغُرَّنَّكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ
اِنَّ الاَمَانِىَّ وَالاَحْلاَمَ تَضْلِيْلُ

١٢

كَانَتْ مَوَاعِيْدُ عُرْقُوْبٍ لَهَا مَثَلاً
وَمَا مَوَاعِيْدُهَا اِلاَّ اَلاَ بَاطِيْلُ

١٣

اَرْجُوْ وَاٰمُلُ اَنْ تَدْنُوْ مَوَدَّتُهَا
وَمَا اَخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيْلُ

١٤

اَمْسَتْ سُعَادُ بِاَرْضٍ لاَ يَبْلُغُهَا
اِلاَّ الْعُتَاقُ النَّجِيْبَاتُ الْمُرَاسِيْلُ

www.pathagar.com

১০. চালনী যথা ব্যর্থ সদা
জলের ধারা রাখতে ধরে
তেমনি সোয়াদ ব্যর্থ নিতুই
রাখতে কথা, শপথ করে।

১১. প্রতারিত হয়োনা তার
শপথ শুনে, মিষ্টি কথায়
সুখ-স্বপনের মতই মিছে
পূর্ণ সেসব ছলায়-কলায়।

১২. বদ্দুবালা 'উরকুবি'রি
যেন সোয়াদ অধঃসুরী
আরব ভূমে শপথ ভাঙায়
ছিলনা যার কোনই জুড়ি।

১৩. প্রণয় মদির স্বপন সখীর
যতই পোষি হৃদয় তলে
সবই মরুর মরীচিকা
ভুলায় পথিক মায়ার ছলে।

১৪. পৌঁছল সখী যেই সুদূরে
উদয়কালে সান্ধ্য তারা
পৌঁছা কঠিন হোথা কুলীন
ক্ষিপ্রগতি উষ্ট্রী ছাড়া।

www.pathagar.com

١٥

وَلَنْ يُبَلِّغْهَا الاَّ عُذَافِرَةٌ
لَهَا عَلىَ الْاَيْنِ اِرْقَالٌ وَّتَبْغِيْلُ

١٦

مِنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرِىْ اِذَا عَرَقَتْ
عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْاَعْلاَمِ مَجْهُوْلُ

١٧

تَرَى الْغُيُوْبَ يَعْلِى مُفْرَدٍ لَهِقٍ
اِذَا تَوَقَّدَتِ الْخَزَّازُ وَالْمَيْلُ

١٨

ضَخْمٌ مُقَلِّدُهَا عَبْلٌ مُقَيِّدُهَا
فِىْ خَلْقِهَا عَنْ نَبَاتِ الْفِحْلِ تَفْضِيْلُ

١٩

غَلْبَاءُ وَجْنَاءُ عُلْكُوْمٌ مُذكَّرَةٌ
فِىْ دَفِّهَا سَعَةٌ قُدَّامُهَا مِيْلُ

www.pathagar.com

১৫. সুঠাম দেহ দৃঢ় পেশী
ক্লান্তিকালেও ঝঞ্ঝাবতী
সমুখ থেকে ধায় সমুখে
উল্কাসম তীব্র গতি।

১৬. ঘর্মে ভেজে সর্বদেহ
কর্ণ থেকেও ঘর্ম ঝরে
ধায় সে তবু লক্ষ্যে সঠিক
চিহ্ন বিহীন তেপান্তরে।

১৭. অগ্নিক্ষরা বালুর টিলা
ডিঙ্গিয়ে যায় অবহেলে
বন্য ধবল গাভীর মত
অক্ষিদ্বয়ের দৃষ্টি মেলে।

১৮. সুবঙ্কিম ও সুপুষ্ট তার
গ্রীবা, সুঠাম চারটি চরণ
উষ্ট্রকুলের মধ্যে সুজাত
অপূর্ব তার তনুর গড়ন।

১৯. শিরটি ঋজু সমুন্নত
চিবুক সুডৌল কঠিন শিলা
শক্তি দেহে মর্দা উটের
কুব্জ উঁচু বালুর টিলা।

www.pathagar.com

٢٠

وَجَلْدُهَا مِنْ اَطْوَمٍ لاَيُؤَيِّسُهُ
طَلْحٌ بِضَاحِيَةِ الْمِتْنَيْنِ مَهْزُوْلُ

٢١

حَرْفُ اَخُوْهَا اَبُوْهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ
وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاءُ شِمْلِيْلُ

٢٢

يَمْشِى الْقُرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يُزْلِقُهُ
مِنْهَا لِبَانٌ وَاَقْرَبُ زَهَالِيْلُ

٢٣

عِيْرَ انَةٌ قَذَفَتْ بِالْخَضِّ عَنْ عَرْضٍ
مِرْفَقُهَا عَنْ نَبَاتِ الزُّوْرِ مَفْتُوْلُ

٢٤

كَاَنَّمَا قَابَتْ عَيْنَيْهَا وَمَذْبَعُهَا
مِنْ خَطَمِهَا وَمِنَ اللِّحْيَيْنَ بَرْطِيْلُ

www.pathagar.com

২০. সিন্ধু-কাসিম চর্ম দেহের
পৃষ্ঠ দু'কূল শীর্ণ অতি
আঁটুলি ওই পলিশ দেহের
সাধ্য কিবা করবে ক্ষতি।

২১. উভয় কুলেই কুলীন সে, তার
পিতা মামা ভাই ও চাচার
দীঘল গ্রীবা প্রশস্ত পিঠ
ক্ষিপ্র লঘু ছন্দ চলার।

২২. যদ্যপি ওই তনুর পটে
আঁটুলি কীট বেড়ায় চরে
শীর্ণ কটি রেশম বুকে
এলেই সে যায় পিছলে পড়ে।

২৩. দেহ দু'পাশ বুনো গাধার
সুপুষ্ট আর মাংসে ভরা
সমুখ পায়ের হাঁটু থেকে
বক্ষ সুদূর ঊর্ধ্বে ধরা।

২৪. নাসা থেকে ললাট এবং
চিবুক থেকে কণ্ঠটি তার
সুগঠিত সমন্বিত
শক্ত কঠিন আস্ত পাথর।

www.pathagar.com

٢٥

تَمُــرُّ مِـثْلَ عَـسِـيْبِ النَّخْلِ ذَاخُـصَلٍ
فِىْ غَــارِ زِلَمْ كَــخَــرَّنَّهُ الْاَحَــالِيْلُ

٢٦

قَنْوَاءَ فِىْ حُـرِّيَّتِـهَــا لِلْبَـصِـيْـرِ بِهَـا
عُـتُقُ مُـبَـيَّنٌ وَفِى الْـخَدَّيْنِ تَـسْهِـيْلُ

٢٧

نَجْـدِىْ عَلٰى يَسْـرَاتٍ وَهِىَ لَاحِـقَـةٌ
ذَوَابِـلُ مَــسَّــهُنَّ الْاَرْضُ تَـحْلِيْلُ

٢٨

سُمْرُ الْعَجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الْحِصَّ زَيْمًا
لَمْ لَقِــهِنَّ رَوْسَ الاَكَمِّ تَنْعِــيْلُ

٢٩

كَــأَنَّ أُدْبَ ذَرَاعَـيْــهَـا اِذَا عَــرِقَتْ
وَقَــدْ تَلَفَّعَ بِالْقَــوْرِ لَعَــسَـاتِيْلُ

www.pathagar.com

২৫. খুরমাপাতা পুচ্ছে সে তার
কুঞ্চিত কুচ নিতুই ঢাকে
দোহিত তা হয় না বলে
ডৌল সদা একই থাকে।

২৬. নাসিকাটি সমুন্নত
শোভন দু'কান মধ্যিখানে
লাবণ্যময় গণ্ড যুগল
সুমর্যাদার সাক্ষ্য দানে।

২৭. ছন্দে ভরা দ্রুত লয়ে
এমনি সে তার চরণ ছুঁড়ে
রাখতে শপথ ছোঁয় তা মাটি
নইলে যেত শূন্যে উড়ে।

২৮. যায় ছড়িয়ে কাঁকর যে সেই
দৃপ্ত তেজা চরণ ঘায়ে
গিরি শিখর ডিঙ্গাতে তার
হয়না জুতো পরতে পায়ে।

২৯. ঘর্মে ভেজে যখন তনু
কিংবা হেরে মরীচিকা
তখন আঁকে দ্রুত আরো
কাঁকর ভূমে চরণ টিকা।

www.pathagar.com

٣٠

يَوْمًـا يُظِلُّ بِهِ الْحَـرَبَاءُ مُظْطَخِـداً
كَـاَنَّ ضَـاحِـيَـةُ بِالشَّـمْسِ مَـمْلُوْلُ

٣١

وَقَـالَ لِلْقَـوْمِ حَـادِيْهُمْ وَقَـدْ جَعَلَتْ
وُرُقُ الْجَنَادِبِ يَرْكُضْنَ الْحِصٰى قَـيْلُوَالُ

٣٢

شَـدُّ النَّهَـارِ ذِرَاعًـا غَـيْطَلِ نَصَفٍ
قَـامَتْ فَـجَـاوَبِهَـا لَكَدٌّ مَّـثَـاكِـيْلُ

٣٣

نَوَّاحَـةُ رَخْـوَةُ الضَّـبْـعِـيْنَ لَـيْسَ لَهَـا
لَمَّـا نَعٰى بَكْرُهَا النَّاعُـوْنَ مَـعْـقُـوْلُ

٣٤

تَفْـرِىْ اللَّبَـانُ بِكَفَّـيْـهَـا وَمَـدْرَعُـهَـا
مُـشَـقَّقٌ عَنْ تَرَاقَـيْـهَـا رَعَـابِـيْلُ

www.pathagar.com

৩০. নিদাঘতপা দারুণ সময়
এমনি খেলায় হয় সে রত
'গিরগিটি' হয় রৌদ্রে দহে
যখন পোড়া বালুর মত।

৩১. সৌরতাপে দগ্ধ শিলা
খাঁ খাঁ করা অগ্নিপুরী
বসতে নারি 'টিড্ডি' যখন
পদাঘাতে সরায় নুড়ি।

৩২. সেই নিদাঘে উষ্ট্রী আমার
চরণ ফেলে এমনি ধারা
যেমনি শোকে দোলায় বাহু
তন্বী মাতা পুত্রহারা।

৩৩. দীঘল তনু কোমল বাহু
শোক-পীড়িতা সেই রমণী
প্রথম তনয় মৃত্যু খবর
শুনে বেহুঁশ উন্মাদিনী।

৩৪. উথাল শোকে বক্ষ ফাঁড়ে
বসন ছিঁড়ে দু'হাত দিয়ে
গ্রীবা থেকে ছিন্ন বসন
টুকরোগুলো যায় ছড়িয়ে।

www.pathagar.com

٣٥

تَسْعٰى الْوُشَاةُ جَنَابَيْهَا وَقَوْلُهُمُوْا
اِنَّكَ يَا ابْنَ اَبِىْ سَلْمٰى لَمَقْتُوْلُ

٣٦

وَقَالَ كُلُّ خَلِيْلٍ كُنْتُ اَمْلُهُ
لا اُلْهِيَنَّكَ اِنِّىْ عَنْكَ مَشْغُوْلُ

٣٧

فَقُلْتُ خَلُّوْا سَبِيْلِىْ لاَ اُبَالِكُمُوْ
فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمٰنُ مَفْعُوْلُ

٣٨

كُلُّ ابْنِ اُنْثٰى اِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ
يَوْمًا عَلٰى اٰلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُوْلُ

٣٩

اُنْبِئْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْعَدَنِىْ
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَأْمُوْلُ

www.pathagar.com

৩৫. এপাশ ওপাশ নিন্দুকেরা
ঘুরছে আমার বলছে সবাই
'ইব্নে আবি সলমা' তোমার
'কতল' হতে নেই যে রেহাই।

৩৬. যেই সুজনের কাছে গেলাম
সুপারিশের আর্জি নিয়ে
করল বিমুখ সেই-ই আমায়
এড়িয়ে গেল ওজর দিয়ে।

৩৭. ক্ষুব্ধ চিতে কইনু তাদের
'মরো সবাই' রাস্তা ছাড়ো
ভাগ্যে যা মোর লিখছে খোদা
খণ্ডাতে নেই সাধ্যি কারো।

৩৮. দীর্ঘ আয়ুবতী নারীর
কাটুক জীবন যতই ঠাটে
শেষ অবধি উঠতে তাকে
হবেই হবে মরণ খাটে।

৩৯. খোদার রাসূল দণ্ড দিবেন
পেলাম খবর সর্বনাশা
তথাপি তাঁর পাক কদমে
যায় গো করা ক্ষমার আশা।

www.pathagar.com

٤٠

فَقَدْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ مُعْتَذِراً
وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَقْبُوْلُ

٤١

مَهْلاً هَدَاكَ الَّذِىْ عَطَاكَ نَافِلَةَ اَلْ
قُرْاٰنَ فِيْهَا مَوَاعِيْظٌ وَتَفْصِيْلُ

٤٢

لاَتَاْخُذَنِّىْ بِاَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ
اَذْنَبْ وَاِنْ كَثُرَتْ فِىَّ الاَقَاوِيْلُ

٤٣

لَقَدْ اَقُوْمُ مَقَامًا لَّوْ يَقُوْمُ بِهٖ
اَرٰى وَاَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيْلُ

٤٤

لَظَلَّ يَرْعَدُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ
مِنَ الرَّسُوْلِ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَنْوِيْلُ

www.pathagar.com

৪০. হাযির আমি প্রার্থী হয়ে
দয়াল নবীর প্রেম করুণার
যাঞ্চা করে হয়নি বিফল
কেউ কখনো দরবারে তাঁর।

৪১. একটু সময় দিন নবীজী
ওয়াস্তে খোদার, করল যে দান
আপনাকে ওই দিক-দিশারী
সৎ উপদেশ পূর্ণ কুরান।

৪২. নিন্দাকারীর কল্যাণে ঢের
কুৎসা আমার গেছেই রটে
নেই অপরাধ আমার কোনো
সেসব কথা মিথ্যে বটে।

৪৩. চোখ সমুখে দেখছি যেসব
শুনছি কানে অধীর হয়ে
শুনতে পেলে হস্তিও তা
থরোথরো কাঁপত ভয়ে।

৪৪. দূর হতনা সেই ভীতি তার,
আতঙ্কে সে পেতনা কূল
দৈবাদেশে যদি না তায়
আমান দিতেন খোদার রসূল।

www.pathagar.com

٤٥

حَتّٰى وَضَعْتُ يَمِيْنِىْ لاَ أُنَازِعُهُ
فِىْ كَفِّ ذِىْ نِقْمَاتٍ قِيْلُهُ الْقِيْلُ

٤٦

لَذَاكَ اَهْيَبُ عِنْدِىْ اِذَا كَلَّمْـــهُ
وَقِيْلَ اِنَّكَ مَنْسُوْبٌ وَمَسْئُوْلُ

٤٧

مِنْ خَادِرٍ مِنْ لُبُوْثِ الاَسَدِ مَسْكَنُهُ
مِنْ بَطَنِ عَشَرْ غِيْلُ دُوْنَهُ الْغِيْلُ

٤٨

يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضَرْغَامَيْنِ قُوَّتَهُمَا
لَحْمٌ مِنَ الْقَوْمِ مَغْفُوْرٌ خَرَادِيْلُ

٤٩

اِذَا يَسَاوَرَ قِرْنًا لاَ يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يَتْرُكُ الْقِرْنَ اِلاَّ وَهُوَ مَجْدُوْلُ

www.pathagar.com

৪৫. অনড় কথার দয়াল নবীর
হস্তে দিলাম হস্ত আমার
পারেন তিনি বদলা নিতে,
অবাধ্য তাঁর হব না আর।

৪৬. বলল যখন সে আমাকে
'তুমি দোষী' তখন তাঁকে
মনে হল কী ভয়ানক !
কী সে অসীম শক্তি রাখে!

৪৭. মনে হল, সেই বনরাজ
থেকেও তেজী বিক্রমে তায়
বসতি যার 'আস্-সারগীল'
গহীন বন-উপত্যকায়।

৪৮. প্রভাতে সে বেরিয়ে পড়ে
মহাতেজে শিকার খোঁজে
তৃপ্ত করে শাবক দ্বয়ে
টাটকা নরমাংস ভোজে।

৪৯. দ্বৈরথে হয় লিপ্ত যখন
সে তার সমরথীর সনে
পরাভূত না করে তায়
আরাম করা হারাম গণে।

www.pathagar.com

٥٠

مِنْهَ تُظِلُّ سِبَاعَ الْجَوِّ ضَامِزَةً
وَلاَ تَمْشِىْ بَوَادِيْهِ الْاَرَاجِيْلُ ـ

٥١

وَلاَيَزَالُ بَوَادِيْهِ اَخُوْثِقَةٍ
عَطَّرَحُ الْيَزِّ وَالدَّرْسَانِ مَاكُوْلُ

٥٢

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يَسْتَضَاءُ بِهِ
مُهَنَّدٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ

٥٣

فِىْ فِتْيَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ
بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسْلَمُوْ اَزُوْلُوْا

٥٤

زَالُوْا فَمَازَالَ انْكَاسَ وَلاَكَشَفٌ
عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلاَمَيْلُ مَعَازِيْلُ

www.pathagar.com

৫০. আতঙ্কে তার বন-পশুকুল
স্তব্ধ সদা লেজ গুটিয়ে
জানের ভয়ে ভুল করেও
যায় না পথিক সে পথ দিয়ে।

৫১. দুঃসাহসী ব্যক্তিদেরো
ভক্ষাবশেষ ছিন্ন বসন
চারধারে তার গহীন গুহার
ছড়িয়ে থাকে তুলোর মতন।

৫২. খোদার নবী নূরের রবি
জগৎ লভে জ্যোতি তাহার
খোদার অসিগুলোর তিনি
অসি যে এক তীক্ষ্ণ দ্বিধার।

৫৩. কোরেশকুলের যেসব যুবক
করল খোদার দীনকে কবূল
পাক মদীনায় যেতে তাদের
হুকুম দিলেন খোদার রাসূল।

৫৪. হুকুম পেয়ে টগবগে সব
তরুণ যুবা জমায় পাড়ি
কেবল ভীরু দুর্বলেরা
গেলনা কেউ মক্কা ছাড়ি।

www.pathagar.com

٥٥

شُمُ الْعَرَانِيْنَ اَبْطَالُ لَبُوْسُهُمُوْ
مِنَ نَسْجِ دَاؤُدَ فِى الْهَيْجَا سَرَابِيْلُ

٥٦

بِيْضُ سَوَابِغُ قَدْ شُكَّتْ لَهَا خَلَقٌ
كَاَنَّهَا حَلَقُ الْقَفْعَاءَ مَجْدُوْلُ

٥٧

لاَ يِمَاحُوْنَ اِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمُوْا
قَوْمًا وَلَيْسَ مَجَازِيْعًا اِذَا نَيْلُوْ

٥٨

يَمْشُوْنَ عَشْى لِجَمَالِ الزَّهْرِ يَعْصِمُهُمْ
ضَرْبٌ اِذَا عَرَّدَ السُّوْدَ التَّنَابِيْلُ

٥٩

لاَ يَقَعُ الطَّعْنُ اِلاَّ فِىْ نُحُوْرِ هِمُوْ
وَمَا لَهُمْ مِنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ تَهْلِيْلُ

www.pathagar.com

৫৫. উচ্চ নাসা সেসব জোয়ান
সমুখ রণে কাঁপায় ধরা
দেহে তাদের দাউদ নবীর
বজ্র কঠিন বর্ম পরা।

৫৬. শুভ্র উজাল সেই কবচে
গোটা দেহই যায় যে ঢাকা
পরস্পরে যেন 'কাফার'
রজ্জুতে তা আটকে রাখা।

৫৭. শত্রুসেনার আক্রমণে
তারা যেমন হয় না ভীত
বৈরী পরেও আঘাত হেনে
হয় না তেমন আনন্দিত।

৫৮. ধবল উটের মতই তারা
যায় তখনো সামনে তেড়ে
খর্ব কালো যোদ্ধারাও
পালায় যখন যুদ্ধ ছেড়ে।

৫৯. লড়াই মাঠে সমুখ থেকেই
বর্শা তাদের বক্ষে লাগে
ত্যাগ করে না রণভূমি
সেই বীরেরা মরার আগে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদায়ে বুরদা

ইমাম শরফুদ্দীন আল-বুসিরী (র)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম শরফুদ্দীন আল-বুসিরী এবং কাসীদায়ে বুরদা-র পটভূমি

"আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ ফী মাদহি খায়রিল বারিয়াহ" বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর প্রশংসায় রচিত এক সুদীর্ঘ আরবী কবিতা। বিশ্ববিখ্যাত এ কবিতা 'কাসীদায়ে বুরদা' নামে সুপরিচিত। ইমাম বুসিরী (র)-এর রচয়িতা। তাঁর পুরো নাম শেখ আবূ আবদুল্লাহ শরফুদ্দিন মুহম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বুসিরী (র)। মিসরের বুসির নামক জনপদে তাঁর জন্ম। এই বুসির থেকে ইমাম বুসিরী নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। হিজরী ৬০৮ সালের ১লা শাওয়াল মুতাবিক খ্রি. ১২১৩ সালের ৭ মার্চ তাঁর জন্ম তারিখ। ১২৯০ সালে কায়রো নগরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইমাম বুসিরী ছিলেন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও একজন প্রথিতযশা কবি। একজন কামিল বুযুর্গ হিসেবেও তিনি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তবে 'কাসীদায়ে বুরদা'ই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কবি এক সময় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ অচল হয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন। বহু চিকিৎসার পরেও আরোগ্য লাভে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বিশ্বনবী (সা)-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা লিখে তাঁর উসীলায় আল্লাহ পাকের দরবারে রোগমুক্তির প্রার্থনা করার নিয়্যত করেন। কাসীদা রচনা সমাপ্ত হলে তিনি এক জুমু'আর রাতে পাক-পবিত্র হয়ে এক নির্জন ঘরে প্রবেশ করেন এবং গভীর মনোযোগে ভক্তিভরে কাসীদা আবৃত্তি করতে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, সমগ্র ঘর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী (সা) সেখানে শুভাগমন করেছেন। কবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়নবী (সা)-কে কাসীদা আবৃত্তি করে শুনাতে থাকেন। আবৃত্তি করতে করতে যখন কাসীদার শেষের দিকের একটি পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছেন, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে 'কাম আবরাআত আসিবান'– "কত চিররুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করেছে প্রিয়নবীর পবিত্র হাতের স্পর্শ" তখন প্রিয়নবী (সা) তাঁর হাত মুবারক দিয়ে কবির সমগ্র দেহ মুছে দেন এবং তিনি খুশি হয়ে নিজ গায়ের নক্শাদার ইয়েমেনী চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখেন প্রিয়নবী নেই। তবে কবি সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

রোগমুক্ত। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। প্রভাতে উঠে তিনি বাজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে দেখা হল এক দরবেশের সঙ্গে। দরবেশ বললেন, আপনি নবী (সা)-এর প্রশংসায় যে কাসীদা রচনা করেছেন আমাকে তা একটু শুনান। কবি বললেন, আমি এ বিষয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, আপনি কোন্‌টি শুনতে চান ? দরবেশ কাসীদায়ে বুরদা'র প্রথম চরণটি আবৃত্তি করে বললেন, এইটি। বিস্ময়াভিভূত কবি বললেন, আপনি কোথায় পেলেন, আমি তো এখনও এ কবিতা কাউকে দেখাইনি। দরবেশ বললেন, গতরাতে যখন আপনি এ কাসীদা প্রিয়নবী (সা)-কে আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থেকে তা শুনছিলাম। কেবল আমি নই, তখনই এ কাসীদা আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে অত্যল্পকালের মধ্যে এ কাসীদা এবং এর কারামত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষ এর দ্বারা বিপদে-আপদে নানাভাবে উপকৃত হতে থাকে। সে থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে এ কাসীদা পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে এর বহু অনুবাদ হয়েছে।

কাসীদার বৈশিষ্ট্য

ভাব, ভাষা ও ছন্দে এ এক রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ কবিতা। অলঙ্কার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও আংগিকে আশ্চর্য সফল, সাবলীল, প্রাণময় এ কাসীদা শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

কাসীদায়ে বুরদা ১৬৫ শ্লোকবিশিষ্ট এক সুদীর্ঘ কবিতা। এতে রয়েছে ১০টি অধ্যায়। প্রিয়নবী (সা) এ কবিতা শুনে কবিকে নক্‌শাদার চাদর দান করেছিলেন বলে এর নাম হয়েছে 'কাসীদায়ে বুরদা।' 'বুরদাতুন' শব্দের অর্থ নক্‌শাদার চাদর। নক্‌শাদার চাদরের মত এ কবিতায়ও রয়েছে বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য– এজন্য এর নাম 'কাসীদায়ে বুরদা'–এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ।

www.pathagar.com

ওযীফা হিসেবে কাসীদা শরীফ পাঠের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে বসে কাসীদা পাঠের শুরুতে ও শেষে ১৭ বার করে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

"হে আল্লাহ, উম্মী নবী সাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ (সা), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি শান্তি, করুণা ও বরকত নাযিল করুন।"

এরপর নিম্নোক্ত বয়াত পাঠ করে কাসীদা পাঠ শুরু করতে হবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ
مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

অনুবাদ ঃ বিশ্ব নিখিল নাস্তি থেকে
গড়লো যে তাঁর সব গুণ-গান
হাজার সালাম সত্তাকে সেই
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মহান।
সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম
তোমার প্রিয় সখার পরে
সালাত সালাম পাঠাও গো রব
যুগ থেকে যুগ যুগান্তরে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّل

فِیْ ذِكْرِ عِشْقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

١

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِیْ سَلَم
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمِ

٢

اَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَآءِ كَاظِمَةٍ
وَاَوْمَضَ الْبَرْقُ فِی الظَّلْمَآءِ مِنْ اِضَمِ

٣

فَمَا لِعَيْنَيْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا
وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম পাঠ

বিশ্বনবীর প্রতি প্রেম

১. 'সলম' বনে পড়শিগণের
বিয়োগ-ব্যথা স্মরণ করে
নয়ন যুগল হতে কি ওই
রক্তমাখা অশ্রু ঝরে ?

২ দূর 'কাযেমা'র প্রান্ত হতে
মাতাল হাওয়া বইছে কিরে
কিংবা 'ইযাম' গিরির কোলে
বিজলি হাসে আঁধার চিরে ?

৩ বারণ করি যতোই আমি
ততোই আঁসু ঝরায় আঁখি
ততোই হিয়া হয় পেরেশান
যতোই নিষেধ করতে থাকি।

www.pathagar.com

٤

اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمُ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمِ

٥

لَوْلاَ الْهَوٰى لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ
وَلاَ اَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

٦

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ
بِهٖ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

٧

وَاَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّىْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى
مِثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

٨

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِىْ
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالاَلَمِ

www.pathagar.com

৪. বাঁধনহারা আঁসুর ধারা
প্রণয়-ব্যাকুল তাপিত মন
প্রেমের সুধা সুপ্ত এতেই
বুঝে কি তা প্রেমিক সুজন ?

৫. নাইবা হলে আশেক তবে
কেন বিজন টিলার পরে
'আলমগিরি' 'বান' বিটপী
স্মরে এমন অশ্রু ঝরে ?

৬. মিছেই কেবল করছো গোপন্
প্রেম অস্বীকার করছো মিছে
সজল আঁখি, কঠিন পীড়া
দাঁড়ানো দুই সাক্ষী পিছে।

৭. পীড়ার ক্ষত, অশ্রুধারা
দুই আলামত সর্বনেশে
হলদে কুসুম, রক্তজবা
রয়েছে দুই গণ্ডদেশে।

৮. পেলাম সখার মধুর পরশ
নিদ্রা কোলে বিভোর যখন
মনের আগুন বাড়লো দ্বিগুণ
ভাঙতেই সে মধুর স্বপন।

www.pathagar.com

৯

يَا لاَئِمِىْ فِىْ الْهَوَى الْعُذْرِىِّ مَعْذِرَةً
مِنِّىْ اِلَيْكَ وَلَوْ اَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ

১০

عَدَتْكَ حَالِى لاَسِرِّىْ بِمُسْتَتِرٍ
عَنِ الْوُشَاةِ وَلاَدَائِىْ بِمُنْسَجِمِ

১১

مَحَضْتَنِى النُّصْحَ لٰكِنْ لَسْتُ اَسْمَعُهٗ
اِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِىْ صَمَمِ

১২

اِنِّى اتَّهَمْتُ نَصِيْحَ الشَّيْبِ فِىْ عَذَلِىْ
وَالشَّيْبُ اَبْعَدُ فِىْ نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

www.pathagar.com

৯. 'উজরা' সম গভীরতর
জানলে আমার প্রণয় মীড়ে
করতে না আর বেইন্‌সাফি
বিধতে না আর নিন্দা তীরে।

১০. প্রেমিক হলেই স্বাদ পেতে মোর
এই নিদারুণ মর্ম জ্বালার
বুঝতে তখন নেই উপশম
তীব্রতর এই বেদনার।

১১. ভালোবাসা ভুলতে আমায়
যতোই খুশি বলতে পারো
মিছে সবই, আশেক বধির
লয়না কানে মন্ত্র কারো।

১২. প্রবীণতার সৎ উপদেশ
যতোই ভাবো সর্বনেশে
মন্দ কিছু নেই আসলে
'তুলহায়াতে'[১]র উপদেশে।

---

১. তুলহায়াত = দীর্ঘ জীবন, বার্ধক্য।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلُ الثَّانِى

فِىْ مَنْعُ هَوَى النَّفْسُ

١٣

فَاِنَّ اَمَّارَتِىْ بِالسُّوْءِ مَا تَّعَظَتْ
مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيْرِ الشَّيْبِ وَالْهَرِمِ

١٤

وَلاَ اَعَدْتُّ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيْلِ قِرٰى
ضَيْفٍ اَلَمَّ بِرَأْسِىْ غَيْرَ مُحْتَشِمِ

١٥

لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنِّىْ مَا اُوَقِّرُهٗ
كَتَمْتُ سِرًّا بَدَالِىْ مِنْهُ بِالْكَتَمِ

١٦

مَنْ لِّى بِرَدِّ جِمَاحٍ مِنْ غَوَايَتِهَا
كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجُمِ

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পাঠ

প্রবৃত্তির তাড়না

১৩. জ্ঞান ধীষণায় শীর্ণ অতি
'দুষ্টমতি আত্মা' আমার
লয়নি কানে সৎ উপদেশ
'তুলহায়াতী' অভিজ্ঞতার।

১৪. জরা নামের সেই অতিথি
এলো যখন দেহের ঘরে
নেক আমলের অর্ঘ্য দানি
লইনি তারে বরণ করে।

১৫. সেই অতিথি আপ্যায়নের
নেই ক্ষমতা জানলে পরে
আমার সকল গুপ্ত বিষয়
রেখে দিতাম গোপন করে।

১৬. পাগলা ঘোড়া এই বেয়াড়া
মনটাকে মোর ভবঘুরে
বশে এনে কে দেবে হায়
নিপুণভাবে বল্‌গা জুড়ে।

www.pathagar.com

١٧

فَلاَتَرُمْ بِالْمَعَاصِىْ كَسْرَ شَهْوَتِهَا
اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّىْ شَهْوَةَ النَّهِمِ

١٨

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى
حُبِّ الرِّضَاءِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

١٩

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرَانْ تُوَلِّيَهُ
اِنَّ الْهَوٰى مَا تَوَلّٰى يُصْمِ اَوْ يَصِمِ

٢٠

وَرَاعِهَا وَهِىَ فِى الْاَعْمَالِ سَائِمَةٌ
وَاِنْ هِىَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعٰى فَلاَتُسِمِ

٢١

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً
مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ اَنَّ السَّمَّ فِىْ الدَّسَمِ

www.pathagar.com

১৭. তুষ্ট কভু হয় না যে মন
পাপের পথে, কলুষ দ্বারা
ভোজন বিলাস লোভকে করে
তীক্ষ্ণতরো বল্‌গাহারা।

১৮. 'দুষ্টমতি আত্মা' যে ঠিক
দুগ্ধপায়ী শিশুর মত
বাগড়া না দাও–বাড়বে তবু
দুগ্ধপানেই থাকবে রত।

১৯. দমন কর রিপু নিচয়
টেনে ধরো কামনা রাস
বানিয়ে নিলে প্রভু তাকে
করবে তোমায় সমূলে নাশ।

২০. চারণভূমে চলার কালে
কঠোরভাবে দাও পাহারা
গণ্ডি ছেড়ে যায় সে খোশে
অমনি হলে বাঁধনহারা।

২১. দুষ্ট রিপু ভোগ বিলাসে
নয়ন মোহন দেখায় সোজা
চর্বিতে যে গরল থাকে
সহজে তা যায় না বোঝা।

www.pathagar.com

٢٢

وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شَبَعٍ
فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ

٢٣

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلأتْ
مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

٢٤

وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا
وَاِنْ هُمَا مَحْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

٢٥

وَلاَتُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَّلاَحَكَمًا
فَاَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

٢٦

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ قَوْلٍ بِلاَ عَمَلٍ
لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلاً لِذِىْ عُقُمِ

www.pathagar.com

২২. রিপু-ক্ষুধার ছোবল হতে
সতর্কতায় থাকবে অতি
ক্ষুধার চেয়ে অতিভোজন
বদহজমে দারুণ ক্ষতি।

২৩. ঢের জমেছে পাপের বোঝা
বহাও চোখে অশ্রুধারা
হয় না মোচন পাপের কালি
অনুতাপের কান্না ছাড়া।

২৪. উল্টো চলো শয়তানের ও
দুষ্ট রিপুর হর হামেশা
মন্দ কাজের মন্ত্রদানই
এদের পেশা এদের নেশা।

২৫. এই দু'জনা দুষ্ট ভীষণ
পথটা এদের দারুণ টেরা
নেই সেখানে ভালোর কিছু
যেই খানেই থাকনা এরা।

২৬. কর্মবিহীন ভাষণ থেকে
শরণ যাচি আল্লা' পাকের
বন্ধ্যা নারীর বংশধারার
দাবি নিছক উপহাসের।

www.pathagar.com

٢٧

اَمَـرْتُكَ الْخَيْـرَ لٰكِنْ مَّـا ائْتَمَـرْتُ بِهٖ
وَمَـا اسْتَقَمْتُ فَمَـا قَـوْلِىْ لَكَ اسْتَقِمِ

٢٨

وَلَاَ تَزَوَّدْتُ قَـــبْلَ الْمَـــوْتِ نَـافِلَةً
وَلَـمْ اُصَلِّ سِـــوٰى فَـــرْضٍ وَّلَمْ اَصُـمِ

.

اَلْفَصْلُ الثَّالِث

فِىْ مَدْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

٢٩

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَـنْ اَحْـيـىَ الظَّلَامَ اِلٰى
اِنِ اشْـتَـكَتْ قَـدَمَـاهُ الضُّـرَّمِنْ وَرَمِ

٣٠

وَشَـدَّ مِنْ شَـغَبٍ اَحْـشَـاءَه وَطَوٰى
تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُّتْرَفَ الاَدَمِ

www.pathagar.com

২৭. দিই উপদেশ ভালো কাজের
খোদ চলেছি মন্দ পথে
এই নসীহত শুধুই ফাঁকা
দেয় না সুফল কোনো মতে।

২৮. আখিরাতের দীর্ঘ পথের
নেই পাথেয় শূন্য খামার
ফরয রোযা নামায ছাড়া
নফল কিছু নেইকো আমার।

তৃতীয় পাঠ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা

২৯. তরীকা তাঁর ত্যাগ করেই
করছি যুলুম পড়ছি ভুলে
দাঁড়িয়ে থেকে সালাতে যার
চরণ যুগল উঠতো ফুলে।

৩০. বাঁধেন কাপড় পাক উদরে
দারুণ ক্ষুধার তীব্র জ্বালায়
কুসুম তনু রাখতে ঋজু
কঠিন শিলা বাঁধেন মাজায়।

www.pathagar.com

٣١

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ
عَنْ نَفْسِهِ فَاَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ

٣٢

وَاَكَّدَتْ زُهْدَهَ فِيْهَا ضَرُوْرَتُهُ
اِنَّ الضَّرُوْرَةَ لاَتَعْدُوْ عَلَى الْعِصَمِ

٣٣

وَكَيْفَ تَدْعُوْ اِلَى الدُّنْيَا ضَرُوْرَةُ مَنْ
لَوْلاَهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

٣٤

مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

٣٥

نَبِيُّنَا الْاٰمِرُ النَّاهِيْ فَلاَ اَحَدٌ
اَبَرَّ فِيْ قَوْلٍ لاَمِنْهُ وَلاَنَعَمِ

www.pathagar.com

৩১. সোনার পাহাড় সামনে এলো
মুখ ফিরালেন অবহেলে
আরাম আয়েশ তুচ্ছভরে
দুই চরণে দিলেন ঠেলে।

৩২. অভাব তাঁকে করল উঁচু
অভ্রভেদী গিরির মত
তাঁর সততা গুণের কাছে
তামাম জাহান হলো নত।

৩৩. কেমনে তাঁকে করবে কাবু
লোভ-লালসার মোহন মায়া
বিশ্ব ভুবন যার কারণে
নাস্তি থেকে পাইল কায়া।

৩৪. প্রিয়নবী 'মুহাম্মদ'ই
দুই জাহানের মহান নেতা
আরব-আজম অধিপতি
বিশ্বগুরু জগৎ জেতা।

৩৫. আদেশ-নিষেধ হাঁ ও না-এর
হুকুমদাতা নবী আমার
সত্য-সঠিক হুকুম জারীর
নেই যে কোনো তুলনা তাঁর।

www.pathagar.com

٣٦

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِىْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

٣٧

دَعَا اِلَى اللّٰهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

٣٨

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِىْ خَلْقٍ وَّ فِىْ خُلُقٍ
وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِىْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ

٣٩

وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ
غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ

٤٠

وَوَافِقُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ
مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

www.pathagar.com

৩৬. প্রিয় সখা খোদ ইলাহীর
পরকালের কাণ্ডারী সে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
মুক্তি দয়ার ভাণ্ডারী সে।

৩৭. ডাকলো তাঁহার সত্য পথে
সেই ডাকে দেয় দৃপ্ত সাড়া
শক্ত হাতে বজ্র অটুট
রজ্জু কষে ধরলো তারা।

৩৮. জ্ঞানে-গুণে ধী-মনীষায়
নবীকুলের শ্রেষ্ঠ নবী
সব অনুপম সব বেনজীর
স্বভাব-চরিত সুরত-ছবি।

৩৯. সকলে তাঁর সাগর থেকে
আঁজলা পানি যাচ্না করে
এই বাদলের বিন্দু বারি
সবাই মাগে সকাতরে।

৪০. সবাই যে তাঁর জ্ঞান মনীষার
সাগর বেলায় অপেক্ষমান
সবাই গভীর পিয়াস নিয়ে
বিন্দু বারি চায় অনুদান।

www.pathagar.com

٤١

فَهُوَ الَّذِيْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهْ
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

٤٢

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

٤٣

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِيْ نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

٤٤

وَانْسُبْ اِلٰى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَّانْسُبْ اِلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

٤٥

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَيْسَ لَهٗ
حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

www.pathagar.com

৪১. পূর্ণ, নিখুঁত, নযীরবিহীন
মন মননে ছায়ায় কায়ায়
স্রষ্টা স্বয়ং বন্ধু বলে
করলো বরণ গভীর মায়ায়।

৪২. সকল গুণের মৌল আদিম
উৎসধারা রূপ সুষমার
শরীকবিহীন ভাজ্যবিহীন
অদ্বিতীয় সত্তা যে তাঁর।

৪৩. নবী ঈসায় নাসারাগণ
খোদার বেটা ডাকছে ভুলে
সেইটি বাদে নবীগুণের
গান গেয়ে যাও পরান খুলে

৪৪. মহত্বগুণ মর্যাদা-মান
উচ্চ থেকে উচ্চতরো
তাঁর সুবিশাল সত্তা সনে
যতোই খুশি যুক্ত করো।

৪৫. কেননা সেই মহানবীর
নেই কোনো শেষ গুণ-গরিমার
উর্ধ্বে তিনি বাগ্মী, কবির
সব বয়ানের সাধ্য-সীমার।

www.pathagar.com

٤٦

لَوْنَاسَبَتْ قَدْرَهُ اٰيَاتُهُ عِظَمًا
اَحْيٰى اسْمُهُ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ

٤٧

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَ الْعُقُوْلُ بِهٖ
حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمِ

٤٨

اَعْيٰى الْوَرٰى فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرٰى
لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَحِمِ

٤٩

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ
صَغِيْرَةً وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ اَمَمِ

٥٠

وَ كَيْفَ يُدْرِكُ فِى الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهٗ
قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ

www.pathagar.com

৪৬. সেই সুমহান সত্তা এমন
ডাকলে পূত নাম নিয়ে তাঁর
জীবন পেয়ে উঠবে হেসে
হাজামজা গলিত হাড়।

৪৭. দয়াল তিনি তাঁর সুবিশাল
হৃদয়খানি দরদ ভরা
এমন হুকুম দেননি তিনি
অসাধ্য যা পালন করা।

৪৮. সত্তা তাঁহার দীপ্ত রবি
তীব্র জ্যোতির উৎসধারা
দেখতে কি চাও পূর্ণ রূপে ?
ঝলসে যাবে নয়নতারা।

৪৯. দূর থেকে ওই আদিত্যকে
দেখায় ছোট, নিকট গেলে
ক্ষর তেজের দীপ্ত তনু
যায় না দেখা নয়ন মেলে।

৫০. ব্যর্থ হলো কাছের মানুষ
বুঝতে যে রূপ চিত্তহারী
সেই সুষমার তত্ত্ব গভীর
বুঝবে কী আর স্বপ্নচারী!

www.pathagar.com

৫১

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهٗ بَشَرٌ
وَاَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ

৫২

وَ كُلُّ اٰيٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا
فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهٖ بِهِمِ

৫৩

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

৫٤

حَتّٰى اِذَا طَلَعَتْ فِى الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاهَا
الْعَالَمِيْنَ وَاَحْيَتْ سَائِرَ الْاُمَمِ

৫৫

اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِىٍّ زَانَهٗ خُلُقٌ
بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبَشْرِ مُتَّسِمِ

www.pathagar.com

৫১. এই টুকুনে তুষ্ট থাকো
তিনিই সেরা সৃষ্টি খোদার
মানব বটে–তবু ধরায়
নেই যে কোনোই তুলনা তাঁর।

৫২. তাঁর মহানূর উৎসভূমি
সকল নবীর সব মু'জিযার
এ নূরবলেই দেখান তাঁরা
যুগে যুগে নিশান খোদার।

৫৩. সূর্য তিনি–তাঁর আকাশে
নবী সমাজ গ্রহ-তারা
তাঁরই জ্যোতির কেন্দ্র থেকে
সবাই পেলো জ্যোতির ধারা।

৫৪. উদয় হতে সেই দিবাকর
নিখিল ভুবন উঠলো মাতি
সেই সুবিমল আলোক ধারায়
করলো গাহন সকল জাতি।

৫৫. চারু স্বভাব মঞ্জু কায়া
দেহ মনের রূপ মাধুরী
দুয়ে মিলে সেই অপরূপ
রূপকুমারের নেই যে জুড়ি।

www.pathagar.com

٥٦

كَالزَّهْرِ فِيْ تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ
وَالْبَحْرِ فِيْ كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِيْ هِمَمِ

٥٧

كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ فِيْ جَلاَلَتِهِ
فِيْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشَمِ

٥٨

كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِيْ صَدَفٍ
مِنْ مَعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ

٥٩

لاَطِيْبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ اَعْظُمَهُ
طُوْبٰى لِمُنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَثِمِ

www.pathagar.com

৫৬. কোমলতায় গোলাপ কলি
উজ্জ্বলতায় তারাপতি
বদান্যতায় মহাসাগর
শৌর্যে অমোঘ কালের গতি।

৫৭. কুসুম কোমল তবু যে তাঁর
স্বভাবসুলভ তেজঃমহিমায়
একলাকেও মনে হতো
ঘেরা বিপুল সৈন্য-সেনায়

৫৮. মুচকি হাসির অন্তরালে
ঝিলিক হানে দন্ত সারি
যেন সাগর-ঝিনুক থেকে
আনলো তাজা মুক্তো পাড়ি।

৫৯. শয়ান তিনি যেই মাটিতে
খোশবু যে নেই তার মতো আর
ভাগ্য দারাজ চুম্‌লো যারা
শুঁক্‌লো যারা সুরভি তার।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلُ الرَّابِعِ

فِىْ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

٦٠

اَبَانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ
يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءٍ مِنْهُ وَمُخْتَتَمِ

٦١

يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمْ
قَدْ اُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ

٦٢

وَبَاتَ اَيْوَانُ كِسْرٰى وَهُوَ مُنْصَدِعُ
كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمِ

٦٣

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ
عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِىَ الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

www.pathagar.com

চতুর্থ পাঠ

বিশ্বনবীর আবির্ভাব

৬০. অন্ত-আদি সব উপাদান
পবিত্র যার পূর্ণ নূরে
আবির্ভাবে সেই নায়কের
লাগলো চমক বিশ্ব জুড়ে।

৬১. উঠলো কেঁপে ইরান ভূমি
রইলো না আর বাকী বুঝার
মঞ্চে হাযির ন্যায়ের রাজা
সময় খতম অগ্নিপূজার।

৬২. ধরলো ফাটল খসরু রাজের
বালাখানার উচ্চশিরে
লাগলো বিবাদ সৈন্যদলে
এলো না আর শান্তি ফিরে।

৬৩. সেই বেদনার দীর্ঘশ্বাসে
নিভলো পূজার বহ্নিশিখা
শুকিয়ে গেলো ফোরাত নদীর
সলিলধারা চলন্তিকা।

www.pathagar.com

٦٤

وَسَاءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا
وَرُدَّ وَارِدُهَا بَالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِ

٦٥

كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِنْ بَلَلٍ
حُزْنًا وَّ بِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

٦٦

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُسَاطِعَةٌ
وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَّمِنْ كَلِمِ

٦٧

عَمُّوْا وَصَمُّوْا فَاعْلَانُ الْبَشَائِرِلَمْ
تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

٦٨

مِنْ بَعْدِ مَا اَخْبَرَ الْاَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ
بِاَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ

www.pathagar.com

৬৪. সাওয়া হ্রদের অম্বুরাশি
শুষ্ক হলো সেই বেদনায়
জলকে চলো পিয়াসু দল
ফিরে গেলো ভগ্ন হিয়ায়।

৬৫. অগ্নি যেন সলিল হলো
সলিল পেলো রূপ আগুনের
সেই বিষাদে সর্বব্যাপী
বইলো তুফান ইনকিলাবের।

৬৬. জানিয়ে দিলো জিনেরা তাঁর
আবির্ভাবের খোশখবরী
ছড়িয়ে গেলো সেই বারতা
ত্বরিৎ বেগে ভুবন ভরি।

৬৭. ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো তবু
অন্ধ বধির ভ্রান্ত কাফের
জাগালো না হৃদে সাড়া
দীপ্ত নিশান নবুওয়াতের।

৬৮. আকাশ হতে উজাল তারা
পড়লো খসে মাটির ভূমে
দেব-দেবীদের মূর্তিগুলো
উল্টে পড়ে যমীন চুমে।

www.pathagar.com

٦٩

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِىْ الْاُفْقِ مِنْ شُهُبٍ
مُنْقَضَّةٍ وَّفْقَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ صَنَمِ

٧٠

حَتّٰى غَدَا عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْىِ مُنْهَزِمٌ
مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقْفُوْا اِثْرَ مُنْهَزِمِ

٧١

كَأَنَّهُمْ هَرَبًا اَبْطَالُ اَبْرَهَةٍ
اَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصٰى مِنْ رَّاحَتَيْهِ رُمِ

٧٢

نَبْذًا بِهٖ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا
نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَاءِ مُلْتَقِمِ

www.pathagar.com

৬৯. জ্যোতিষ তাদের বলেছিলো
ভ্রান্ত ধরম টিকবে না আর
তবু অটল রইলো তাতে
জ্ঞান করে সে মিথ্যাকে সার।

৭০. শয়তানেরা নিক্ষেপিত
অগ্নিবাণের তীব্র জ্বালায়
ওহীর আকাশ-সড়ক ছেড়ে
একের পিছে অন্যে পালায়।

৭১. পালায় যথা হস্তিসেনা
আব্‌রাহা শা' মহাপাপীর
নিক্ষেপিত নবীর ধুলায়
কিংবা যথা পালায় কাফের।

৭২. ইউনুস নবীর তসবি পাঠে
মৎস্য যথা শীঘ্র অতি
উদ্‌গারি তায় ফেলল চরায়
অধীর হয়ে তীব্রগতি
তেমনি নবীর হস্ত হতে
কাঁকরগুলো তসবিরত
ধাইল ত্বরা লক্ষ্যভেদী
তীক্ষ্ণ গতি তীরের মতো।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلُ الخَامِسِ

فِى ذِكْرَى مِنْ دَعْوَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٧٣

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً
تَمْشِىْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلاَقَدَمِ

٧٤

كَاَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِّمَا كَتَبَتْ
فُرُوْعُهَا مِنْ بَدِيْعِ الْخَطِّ فِى اللَّقَمِ

٧٥

مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنّٰى سَارَ سَائِرَةٌ
تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِلْهَجِيْرِ حَمِىْ

٧٦

اَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ اِنَّ لَهٗ
مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَّبْرُوْرَةَ الْقَسَمِ

www.pathagar.com

পঞ্চম পাঠ

সত্যের আহ্বান

৭৩. চরণবিহীন বৃক্ষরাজি
মোর পিয়ারা নবীর ডাকে
হাযির হলো কাণ্ডভরে
সিজদারত পত্রে শাখে।

৭৪. আসলো তারা শির আনত
মহব্বতের গভীর টানে
আসলো যেন গুণ-গানের
পঙক্তি লিখে তাঁহার শানে।

৭৫. রৌদ্র তাপে চলতে পথে
মাথার উপর বাদল এসে
ধরতো ছায়া নিবিড়ভাবে
শূন্যে থেকে হাওয়ায় ভেসে।

৭৬. চাঁদ বিদারণ বুক বিদারণ
দুয়ের মাঝে মিল যে মেলা
'খোদার কসম' দুই ঘটনা
নূরের মেলা, নূরের খেলা।

www.pathagar.com

٧٧

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَّمِنْ كَرَمٍ
وَكُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِ

٧٨

فَالصِّدْقُ فِى الْغَارِ وَالصِّدِّيْقُ لَمْ يُرَيَا
وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَابِالْغَارِ مِنْ اَرِمِ

٧٩

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْكَبُوْتَ عَلٰى
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

٨٠

وِقَايَةُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُّضَاعَفَةٍ
مِنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطُمِ

٨١

مَا سَامَنِى الدَّهْرُ ضَيْمًا وَّاسْتَجَرْتُ بِهِ
اِلاَّ وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضَمِ

www.pathagar.com

৭৭-৭৮-৭৯

সওর গিরি গুহার কোলে
লুকান নবী সংগোপনে
চিরদিনের প্রাণের সাথী
আবূ বকর তাঁহার সনে।
উভয় সাথী গুহার মাঝে
তবু কাফির দেখতে না পায়
চক্ষু তাদের অন্ধ হলো
মহানবীর পাক মু'জিযায়।
দেখলো তারা উর্ণনাভে
জাল বুনেছে গুহার মুখে
তারই পাশে কবুতরে
ডিম পেড়েছে মনের সুখে।
বললো তারা, এই গুহাতে
কেউ ঢুকেনি আজ নিশীথে
পুরান এসব, শীঘ্র চলো
তালাশ করি অন্য ভিতে।

৮০. শত্রুকুলের বিপুল রসদ
তীর-তলোয়ার দুর্গ থেকে
ভয়-ভীতিহীন বেপরোয়া
করলো খোদা তাঁর নবীকে।

৮১. যেই বিপদে যখন আমি
তাঁর সমীপে চাইছি শরণ
পেয়েছি তাঁর মদদ নিতি
বিফল কভু হয়নি কখন।

www.pathagar.com

٨٢

وَلاَ الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ
اِلاَّ اسْتَلَمْتُ النَّدٰى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلِمِ

٨٣

لاَتُنْكِرِ الْوَحْىَ مِنْ رُؤْيَاهُ اِنَّ لَهُ
قَلْبًا اِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ

٨٤

وَذَاكَ حِيْنَ بُلُوْغٍ مِّنْ نُبُوَّتِهِ
فَلَيْسَ يُنْكَرُ فِيْهِ حَالُ مُحْتَلَمِ

٨٥

تَبَارَكَ اللّٰهُ مَا وَحْىٌ بِمُكْتَسَبٍ
وَلاَنَبِىٌّ عَلٰى غَيْبٍ بِمُتَّهَمِ

٨٦

اٰيَاتُهُ الْغُرُّ لاَ يَخْفٰى عَلٰى اَحَدٍ
بِدُوْنِهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

www.pathagar.com

৮২. দুই জাহানের নিয়ামতের
যখনই যা দরবারে তাঁর
যাচ্‌না করে হাত পেতেছি
ব্যর্থ কভু হইনি তো আর।

৮৩. স্বপ্নতেও পেতেন ওহী
পষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া
নয়নে তাঁর নিদ এলেও
হৃদয় ছিলো তন্দ্রাহারা।

৮৪. অপেক্ষা শেষ–সজ্জিত মন
জ্যোতির্লোকের দীপ্ত ভূষায়
স্বপ্নে ওহী শুরু হলো
নবুওয়াতের রাঙা উষায়।

৮৫. খোদার সেরা দান নবুওয়াত
আহরণের বস্তু সে নয়
গায়বী কথা কয় না নবী
খোদার ওহী কণ্ঠে শোনায়।

৮৬. মু'জিযা তাঁর পষ্টতর
দীপ্ত উজাল চিহ্ন হকের
কায়েম ছিলো সাধ্যাতীত
এই ব্যতীত সত্য ন্যায়ের।

www.pathagar.com

٨٧

كَمْ اَبْرَاَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهٗ
وَاَطْلَقَتْ اَرِبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ

٨٨

وَاَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهٗ
حَتّٰى حَكَتْ غُرَّةً فِىْ الْاَعْصُرِ الدُّهُمِ

٨٩

بِعَارِضٍ جَادَ اَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا
سَيْبًا مِّنَ الْيَمِّ اَوْ سَيْلاً مِّنَ الْعَرِمِ

اَلْفَصْلُ السَّادِسُ

فِىْ ذِكْرِ شَرَفِ الْقُرْاٰنِ

٩٠

دَعْنِىْ وَوَصْفِىَ اٰيَاتٍ لَهٗ ظَهَرَتْ
ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰى لَيْلاً عَلٰى عَلَمِ

www.pathagar.com

৮৭. কতোই হলো রোগ নিরাময়
তাঁহার হাতের পরশ মেখে
কতো পাগল মুক্তি পেলো
উন্মাদনার শেকল থেকে।

৮৮. খরায় মরা আকাল ভরা
বর্ষ কতো সর্বনেশে
দু'আতে তাঁর জীবন পেলো
ফুল-ফসলে উঠলো হেসে।

৮৯. সেই দু'আতে বিষ্টি জলের
ঢল বয়ে যায় বাঁধনহারা
'এরেম' বাঁধের দেয়াল ভেঙে
বইল যেমন বন্যাধারা।

ষষ্ঠ পাঠ

কুরআনুল কারীমের মর্যাদা

৯০. গিরি শিখর উজাল করা
দিক-দিশারী অগ্নি যথা
দাও আমাকে বলতে এবার
পুণ্যে ভরা সে সব কথা।

www.pathagar.com

٩١

فَـــالدُّرُّ يَزْدَادُ حُـــسْنًا وَّهُوَ مُنْتَظِمٌ
وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَــدْرًا غَــيْــرُ مُنْتَظِمِ

٩٢

فَــمَــا تَطَاوَلُ اٰمَــالِ الْمَــدِيْحِ اِلٰى
مَــافِيْــهِ مِنْ كَـرَمِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّــيَمِ

٩٣

اٰيَاتُ حَقٍّ مِنَ الرَّحْــمٰنِ مُــحْــدَثَةٌ
قَـدِيْمَـةٌ صِفَـةُ الْمَـوْصُوْفِ بِالْقِـدَمِ

٩٤

لَمْ تَقْـتَـرِنْ بِزَمَــانٍ وَّهِيَ تُخْــبِــرُنَا
عَنِ الْمَــعَــادِ وَعَنْ عَــادٍ وَّعَنْ اِرَمِ

٩٥

دَامَتْ لَدَيْنَا فَـفَـاقَتْ كُـلَّ مُـعْـجِزَةٍ
مِنَ النَّبِــيِّــيْنَ اِذْ جَــاءَتْ وَلَمْ تَدُمِ

www.pathagar.com

৯১. মুক্তো মানিক গাঁথলে মালায়
বাড়ে বটে তাহার শোভা
না গাঁথলেও দীপ্তি সমান
একই সমান মনোলোভা
তেমনি কুরান করলে বয়ান
দীপ্তি বাড়ে লোক সমাজের
না করলেও বয়ান তাতে
কোনই ক্ষতি নেই কুরআনের।

৯২. মহিমা তার এতোই বেশি
উচ্চ এতো তাঁর মহাশির
পায় কি কভু নাগাল তাহার
কল্পনাতে কোনো কবির ?

৯৩. অনাদি সেই সত্তা সম
কালাম 'কাদীম' শুরুবিহীন
অথচ তার অর্থমালা
চির নতুন, চির নবীন।

৯৪. মুক্ত কালের পাঞ্জা থেকে
তবু আছে বার্তা কালের
খবর আছে বিচার দিনের
আছে খবর 'আদ'– 'এরেমের'।

৯৫. সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব
শ্রেষ্ঠ এ যে সব মু'জিযার
শেষ হয়েছে সব মু'জিযা
হবে না শেষ মু'জিযা তার।

www.pathagar.com

৯৬

مُحْكَمَاتٌ فَمَا يُبْقِيْنَ مِنْ شُبَهٍ
لِذِيْ شِقَاقٍ وَّلَا يَبْغِيْنَ مِنْ حَكَمِ

৯৭

مَا حُورِبَتْ قَطُّ اِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ
اَعْدَى الْاَعَادِيْ اِلَيْهَا مُلْقِيَ السَّلَمِ

৯৮

رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوٰى مُعَارِضِهَا
رَدَّ الْغَيُوْرِ يَدَ الْجَانِيْ عَنِ الْحَرَمِ

৯৯

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِيْ مَدَدٍ
وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِى الْحُسْنِ وَالْقِيَمِ

১০০

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى عَجَائِبُهَا
وَلَا تُسَامُ عَلَى الْاِكْثَارِ بِالسَّأَمِ

www.pathagar.com

৯৬. আয়াতমালা পষ্টতর
বিন্দুও লেশ নেই জড়তার
সব বিচারের উর্ধ্বে কুরান
উর্ধ্বে সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধার।

৯৭. নামলো যখন অরাতিকুল
মুকাবিলায় এই কিতাবের
বাধ্য হলো সন্ধি করায়
ক্লান্তি বয়ে পরাজয়ের।

৯৮. সম্মানী বীর দুরাচারের
হামলা যেমন ব্যর্থ করে
মর্যাদা-মান পরিবারের
রক্ষা করে শৌর্য ভরে
তেমনি কুরান ভাষা এবং
অলংকারে তার অনাবিল
বিরোধীদের সকল চ্যালেঞ্জ
অলীক দাবি করলো বাতিল।

৯৯. নিতুই বাড়ে মর্ম-মানে
ঊর্মি সম নীল সাগরের
হীরা মোতি পান্না থেকে
কান্তি কিমত ঢের বেশি এর।

১০০. নেই অবসাদ তিলাওয়াতে
অবাক অবাক মর্মে ভরা
এর অবদান বিপুল বিশাল
হিসাব নিকাশ যায় না করা।

www.pathagar.com

١٠١

قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللّٰهِ فَاعْتَصِمِ

١٠٢

اِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِنْ حَرِّ نَارٍ لَظٰى
اَطْفَأْتَ حَرَّ لَظٰى مِنْ وِرْدِهَا الشَّبِمِ

١٠٣

كَاَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهِ
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَاءُوْهُ كَالْحُمَمِ

١٠٤

وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيْزَانِ مَعْدِلَةً
فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِىْ النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

١٠٥

لاَ تَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَاَحَ يُنْكِرُهَا
تَجَاهُلاً وَّهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

www.pathagar.com

১০১. নয়ন শীতল হয় পঠনে
বলছি শোনো পাঠকদেরে
ধরেছো ঠিক অটুট রশি
দিও না এই রজ্জু ছেড়ে।

১০২. এর তিলাওয়াত দেয় নিভিয়ে
জাহান্নামের অগ্নিশিখা
ভাগ্য দুয়ার দেয় খুলে এ
পরায় ভালে বিজয়টিকা।

১০৩. জান্নাতী জাম কাওসারের এ
স্বচ্ছ শীতল পুণ্যধারা
এর পরশে হয় উজালা
পাপীর কালো রূপ-চেহারা।

১০৪. ন্যায়বিচারের নিক্তি সঠিক
সূক্ষ্ম সড়ক পুলসিরাতের
ফরক্বকারী ঈমান-কুফর
আলো-আঁধার, হক-বাতিলের।

১০৫. বিদ্যাবিনোদ ধীমান কাফির
ঝুট বলে যে এই কুরানে
হিংসা-দ্বেষের ফল তা শুধু
মনে ঠিকই সত্য জানে।

www.pathagar.com

١٠٦

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ
وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ

اَلْفَصْلُ السَّابِعِ

فِيْ ذِكْرِ مِعرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

١٠٧

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهُ
سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُوْنِ الْاَيْنُقِ الرُّسُمِ

١٠٨

وَمَنْ هُوَ الْاٰيَةُ الْكُبْرٰى لِمُعْتَبِرٍ
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمٰى لِمُغْتَنِمِ

١٠٩

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلاً اِلٰى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِيْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

www.pathagar.com

১০৬. চক্ষু পীড়ার রোগীর কাছে
খারাপ লাগে সূর্য-আলো
রোগের দরুন মিঠে জলও
লাগে না আর জিভে ভালো
তেমনি যতো পীড়িত জন
হৃদে যাদের ব্যারাম আছে
এই কুরানের মধুর বাণী
লাগবে খারাপ তাদের কাছে।

সপ্তম পাঠ

মি'রাজ

১০৭. উট হাঁকিয়ে, পায়দলে কেউ
দিয়ে সুদূর মরু পাড়ি
তোমার দ্বারে দানের আশে
ভিড় করে সব যাচ্‌নাকারী।

১০৮. তুমি সেরা নযীর নিশান
ধ্যানী-জ্ঞানী চিন্তাবিদের
শ্রেষ্ঠতর বিভব তুমি
ভদ্র মানী সম্মানীদের।

১০৯. পৌঁছলে রাতে এক হারামে
আর হারামের প্রান্ত ছাড়ি
পূর্ণমাসী চন্দ্র যেমন
রাত-সাগরে জমায় পাড়ি।

www.pathagar.com

١١٠

وَبِتَّ تَرْقَى اِلَى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً
مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

١١١

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسُلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلَى خَدَمِ

١١٢

وَاَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ
فِيْ مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

١١٣

حَتّٰى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَاوً لِّمُسْتَبِقٍ
مِنَ الدُّنُوِّ وَ لَا مَرْقًا لِّمُسْتَنِمِ

١١٤

خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْاِضَافَةِ اِذْ
نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

www.pathagar.com

১১০. পৌঁছলে 'কাবা কাওসাইনে'
দরবারে খোদ আল্লা' তালার
অবাক সফর ভূমণ্ডলে
করেনি কেউ কল্পনা যার।

১১১. নবীসমাজ তোমায় নিয়ে
করলো খাড়া সবার আগে
সেবক যেমন প্রভুকে তার
দেয় এগিয়ে অগ্রভাগে।

১১২. সপ্ত আকাশ করলে সফর
ফেরেশতাদের মিছিল লয়ে
যেমনি চলে সেনাপতি
সবার আগে ঝাণ্ডা বয়ে।

১১৩. অবশেষে পৌঁছলে খোদার
নিকট থেকে নিকট আরো
পৌঁছা যেথায় হয়নি এবং
হবে না আর সাধ্য কারো।

১১৪. সবায় পিছে ফেললে তুমি
নেই তুলনা কারোর সনে
ধন্য তুমি 'আরশে আলায়'
একক রূপে আমন্ত্রণে।

www.pathagar.com

١١٥

كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَىٍّ مُسْتَتِرٍ
عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَىٍّ مُكْتَتَمِ

١١٦

فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ
وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحِمِ

١١٧

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُتَبٍ
وَعَزَّ اِدْرَاكُ مَا اُوْلِيْتَ مِنْ نِّعَمِ

١١٨

بُشْرى لَنَا مَعْشَرَ الاِسْلاَمِ اِنَّ لَنَا
مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

١١٩

لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهِ
بِاَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا اَكْرَمَ الاُمَمِ

www.pathagar.com

১১৫. সংগোপনে পার্শ্বে নিয়ে
দিলেন খুলে রহস্য দ্বার
নেই ক্ষমতা তুমি ছাড়া
কারোরই তা জানার বুঝার।

১১৬. কামালতের সোপানরাজি
নীরব ধ্যানে সব হয়ে পার
পৌঁছলে তুমি এককভাবে
শীর্ষ চূড়ে সব মহিমার।

১১৭. দিলেন তোমায় যেই নিয়ামত
নেই যে কোনো তুলনা তার
পেয়েছো তা একাই তুমি
কাউকে দেয়া হয় নি যে আর।

১১৮. ভাগ্য দারাজ এ মিল্লাতের
খোদার প্রিয় রাসূল আমীন
করলো কায়েম এমন খুঁটি
ধ্বংস যাহার নেই কোনো দিন।

১১৯. খোদার দয়ায় মোদের রাসূল
সব রাসূলের সেরা রাসূল
তেমনি মোরা সকল জাতির
সেরা জাতি, নেই তাতে ভুল।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلُ الثَامِنُ

فِىْ ذَكْرِ جِهَادِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

١٢٠

رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰى اَنْبَآءُ بِعْثَتِهٖ
كَنَبْاَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلاً مِّنَ الْغَنَمِ

١٢١

مَازَالَ يَلْقَاهُمْ فِىْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ
حَتّٰى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰى وَضَمِ

١٢٢

وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ
اَشْلاَءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرُّخَمِ

١٢٣

تَمْضِى اللَّيَالِىْ وَلاَ يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا
مَالَمْ تَكُنْ مِنْ لَّيَالِى الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

www.pathagar.com

অষ্টম পাঠ

জিহাদ

১২০. আবির্ভাবে বিশ্বনবীর
কাঁপল হিয়া অরাতিদের
কাঁপে যেমন মেষের হিয়া
ঘোর নিনাদে সিংহরাজের।

১২১. বীর নবীজীর মুকাবিলায়
শত্রুসেনা যুদ্ধ মাঠে
চূর্ণ হতো, চূর্ণিত হয়
গোশ্ত যেমন কসাই-কাঠে।

১২২. প্রতি লড়াই শত্রুকুলের
ঘোর পরাজয় আনতো বয়ে
ভাবতো যদি পালান যেতো
চিল-শকুনের সংগী হয়ে।

১২৩. শঙ্কিত মন, দিশেহারা
এতোই ছিলো শত্রু কাফের
ভুলে যেতো রাতের খবর
সময় ছাড়া হারাম মাসের।

www.pathagar.com

١٢٤

كَاَنَّمَا الدِّيْنُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ
بِكُلِّ قَرْمٍ اِلى لَحْمِ الْعِدى قَرِمِ

١٢٥

يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيْسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ
تَرْمِىْ بِمَوْجٍ مِّنَ الاَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

١٢٦

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِّلّهِ مُحْتَسِبٍ
يَسْطُوْبِمُسْتَاصِلٍ لِّلْكُفْرِ مُصْطَلِمِ

١٢٧

حَتّى غَدَتْ مِلَّةُ الاِسْلاَمِ وَهِىَ بِهِمْ
مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُوْلَةَ الرَّحِمِ

١٢٨

مَكْفُوْلَةً اَبَداً مِّنْهُمْ بِخَيْرِ اَبٍ
وَخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ

www.pathagar.com

১২৪. সেই বাহাদুর জঙ্গী সেনার
অতিথরূপে ছিলো এ দীন
বৈরী সেনার রক্ত লোভী
ছিলো যারা যুদ্ধকালীন।

১২৫. করতো তারা হামলা ভীষণ
আরবী তাজী অশ্বে চড়ে
সাগর বেলায় ঊর্মি যথা
ক্রুদ্ধ রোষে আছড়ে পড়ে।

১২৬. আত্মত্যাগী, পুণ্যকামী
বীর মুজাহিদ মর্দে মুমিন
ক্ষীপ্র বেগে আঘাত হেনে
সব কুফরী করলো বিলীন।

১২৭. মিটলো দীনের দৈন্যদশা
পূর্ণ হলো হিম্মতে মন
ফিরলো সুদিন মিললো বহু
সংগী-সাথী বন্ধু-স্বজন।

১২৮. পতির ছায়ে পত্মী যেমন
রয় নিরাপদ শঙ্কাহারা
আমান হলো খোদার এ দীন
তাঁদের ছায়ে তেমনি ধারা।

www.pathagar.com

১২৯

هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مَصَادِمَهُمْ
مَاذَا رَاىَ مِنْهُمْ فِىْ كُلِّ مُصْطَدِمِ

১৩০

فَسَلْ حُنَيْنًا وَّسَلْ بَدْرًا وَسَلْ اُحُدًا
فُصُوْلَ حَتْفٍ لَّهُمْ اَدْهٰى مِنَ الْوَخَمِ

১৩১

اَلْمُصْدِرِى الْبِيْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ
مِنَ الْعِدٰى كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

১৩২

وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَاتَرَكَتْ
اَقْلاَمُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرَ مُنْعَجِمْ

১৩৩

شَاكِىْ السِّلاَحِ لَهُمْ سِيْمَا تُمَيِّزُ هُمْ
وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَمِ

www.pathagar.com

১২৯. শত্রু সনে যুদ্ধকালে
কেমন ছিলো অটল পাহাড়
শুধাও রণভূমির কাছে
পাবে অনেক সাক্ষী তাহার।

১৩০. বদর ওহুদ হুনায়েনের
মাঠের কাছে শুধাও তুমি
বলবে তা সব কাফির সেনার
প্লেগ-ভয়াল বধ্যভূমি।

১৩১. হলো তাদের আক্রমণে
শুভ্র শ্বেত সব তরোয়াল
কৃষ্ণ-চিকুর তরুণ তাজা
শত্রু সেনার লোহুতে লাল।

১৩২. তাদের যতো পীত বরণ
তীরের ফলা তীক্ষ্ণতর
ব্যূহে পশি বৈরিকুলের
করলো তনু জরজর।

১৩৩. কাফির থেকে ভিন্ন তাদের
করলো সজুদ–চিহ্ন ভালের
বাবুল কাঁটার মধ্যে যেমন
ভিন্ন শোভা লাল গোলাপের।

www.pathagar.com

١٣٤

تُهْدِىْ اِلَيْكَ رِيَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُم
فَتَحْسِبُ الْوَرْدَ فِى الاَكْمَامِ كُلَّ كَمِ

١٣٥

كَاَنَّهُمْ فِىْ ظُهُوْرِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُباً
مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لاَمِنْ شِدَّةِ حُزُمِ

١٣٦

طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدى مِنْ بَاْسِهِمْ فَرَقًا
فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبُهَمِ

١٣٧

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ نُصْرَتُه
اِنْ تَلْقَهُ الاُسْدُ فِىْ اَجَامِهَا تَجِمِ

١٣٨

وَلَنْ تَرى مِنْ وَّلِىٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ
بِه وَلاَمِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

www.pathagar.com

১৩৪. ছড়িয়ে যেতো বিজয় খবর
বের হলেই অভিযানে
উতাল বায়ে ছড়ায় যথা
গোলাপ সুবাস সর্বখানে।

১৩৫. অশ্ব পিঠে থাকতো লেগে
অটল আসন নিটোল কায়ে
তৃণ যেমন লেপটে থাকে
শেকড় গেড়ে টিলার গায়ে।

১৩৬. ভড়কে গেলো এমনি কাফির
চরতে দেখে ছাগল ছানা
ভয় পালাতো ভাবতো মনে
আসছে মু'মিন দিচ্ছে হানা।

১৩৭. নবীর মদদ পেলো যারা
দেখা হলে তাদের সনে
যায় পালিয়ে সিংহরাজও
জানের ভয়ে গভীর বনে।

১৩৮. এমন সাথী নেই নবীজীর
কোনো মদদ পায়নি যে তাঁর
নেই অরি তাঁর এমন কোনো
হয়নি ক্ষতি বরবাদী যার।

www.pathagar.com

١٣٩

اَحَلَّ اُمَّـــتَـــه فِىْ حِـــرْزِ مِلَّتِـــه
كَـاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْاَشْـبَـالِ فِىْ اَجَمِ

١٤٠

كَمْ جَـدَّلَتْ كَلِمَـاتُ اللّٰهِ مِنْ جَـدَلٍ
فِـيْـهِ وكَمْ خَـصَّمَ الْبُـرْهَانُ مِنْ خَـصِمِ

١٤١

كَـفَـاكَ بِالْعِلْمِ فِى الْاُمِّىِّ مُـعْـجِـزَةً
فِىْ الْجَـاهِلِيَّـةِ وَالتَّـادِيْبِ فِى الْيُـتُمِ

www.pathagar.com

১৩৯. রাখলো দীনের দূর্গ মাঝে
নিরাপদে শিষ্যগণে
সিংহ যথা নিরাপদে
রাখে শাবক গভীর বনে।

১৪০. হারিয়ে দিলো দ্বন্দ্বে কুরান
বৈরীদেরে অসংখ্য বার
কতোই হলো পরাভূত
শত্রু খর যুক্তিতে তাঁর।

১৪১. এতীম অনাথ উম্মী, নিবিড়
আঁধার ঢাকা আরব ভূমি
কী মু'জিযা! এরই মাঝে
ভাষা-কলার বাদশা তুমি।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلُ التَّاسِعِ

فِىْ طَلَبِ مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَشَفَاعَةٍ مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

١٤٢

خَدَمْتُهُ بِمَدِيْحٍ اَسْتَقِيْلُ بِهِ

ذُنُوْبَ عُمُرٍ مَّضَى فِىْ الشِّعْرِ وَالْخِدَمِ

١٤٣

اِذْ قَلَّدَ انِىَ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ

كَاَنَّنِىْ بِهِمَا هَدْىٌ مِنَ النَّعَمِ

١٤٤

اَطَعْتُ غَىَّ الصَّبَا فِى الْحَالَتَيْنِ وَمَا

حَصَّلْتُ اِلاَّ عَلَى الاٰثَامِ وَالنَّدَمِ

www.pathagar.com

নবম পাঠ

আল্লাহর ক্ষমা ও নবীজীর শাফাআত প্রার্থনা

১৪২. পেয়ারা নবীর পাক কদমে
পেশ করিলাম এ নয্‌রানা
এই ওসীলায় গুনা-খাতা
মাফ করো মোর হে রব্বানা।

১৪৩. কুরবানির ওই পশুর মতো
গলায় রশি যবাই মাঠে
চলছি তবু উদাস বেভুল
রইছি মজে বিশ্ব-হাটে।

১৪৪. মত্ত র'লাম কাব্য কলায়
সমাজ সেবার হট্টগোলে
পাপের বোঝায় ন্যুব্জ এখন
অনুতাপে মরছি জ্বলে।

www.pathagar.com

١٤٥

فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِيْ فِيْ تِجَارَتِهَا
لَمْ تَشْتَرِ الدِّيْنَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسُمِ

١٤٦

وَمَنْ يَّبِعْ اٰجِلاً مِنْهُ بِعَاجِلِهِ
يَبْنِ لَهُ الْغَبْنُ فِيْ بَيْعٍ وَفِى سَلَمِ

١٤٧

اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِى بِمُنْتَقِضٍ
مِنَ النَّبِىِّ وَلاَ حَبْلِىْ بِمُنْصَرِمِ

١٤٨

فَاِنَّ لِىْ ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِىْ
مُحَمَّدًا وَّهُوَ اَوْ فٰى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

١٤٩

اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِىْ مَعَادِىْ اخِذاً بِيَدِىْ
فَضْلاً وَاِلاَّ فَقُلْ يَاذَلَّةَ الْقَدَمِ

www.pathagar.com

১৪৫. কতোই ক্ষতি হলো রে-মন
দুনিয়াদারীর মোহে পড়ি
দুনিয়া বেচে কিনলে না দীন
করলেও না দরাদরি।

১৪৬. ইহকালের লাভের আশায়
বেচে যে সুখ পরকালের
ভাগ্যে তাহার আছে কেবল
দহন জ্বালা পরিতাপের।

১৪৭. পাপ করেছি ঢের যদিও
তবু আশা এ বুক জুড়ে
দিবেন নাকো দয়াল নবী
বাঁধন ছিঁড়ে তাড়িয়ে দূরে।

১৪৮. নামটি আমার নবীর নামে
'মুহম্মদ'ই রাখার ফলে
শাফাআতের ভরসা তাঁহার
রাখছি পুষে বুকের তলে।

১৪৯. দয়াল নবীর পাক শাফাআত
সেদিন যদি না পাই আহা !
ধ্বংস ছাড়া ভাগ্যে তবে
থাকবে না আর কোনই রাহা।

www.pathagar.com

١٥٠

حَاشَاهُ اَنْ يُّحْرَمَ الرَّاجِىْ مَكَارِمَهٗ
اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُمِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

١٥١

وَمُنْذُ اَلْزَمْتُ اَفْكَارِىْ مَدَائِحَهٗ
وَجَدْتُّه لِخَلاصِىْ خَيْرَ مُلْتَزِمِ

١٥٢

وَلَنْ يَّفُوْتَ الْغِنٰى مِنْهُ يَداً تَرِبَتْ
اِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِى الْاَكَمِ

١٥٣

وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِىْ اقْتَطَفَتْ
يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا اَثْنٰى عَلٰى هَرَمِ

www.pathagar.com

১৫০. তাঁর সমীপে মদদ মেগে
হয়নি তো কেউ ব্যর্থ কখন
হয়নি বিফল শরণ যেচে
লভেছে তাঁর অভয় শরণ।

১৫১. ভাবছি মনে তাঁর তারিফের
কাব্য-কুসুম মাল্য গাঁথি
এই হবে মোর রোজ হাশরে
বিপদকালের শ্রেষ্ঠ সাথী।

১৫২. দান যেন তাঁর সিন্ধু বারি
কেউ ফেরেনা রিক্তহাতে
নিম্ন ভূমে বাদল যথা
ফলায় ফসল ফুল টিলাতে।

১৫৩. সুনাম খ্যাতি পার্থিব লোভ
এই কাসীদায় নেই যে আমার
ছিলো যেমন আরব কবি
জুহায়রের কাব্য গাথার।

www.pathagar.com

اَلْفَصْلِ العَاشِر

فِىْ ذِكْر الْمُنَاجَاتُ وَعَرْضِ الْحَاجَاتِ

١٥٤

يَا اَكْـرَمَ الْخَلْقِ مَـالِىْ مَنْ اَلُوْذُبِـهِ
سِـوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَـادِثِ الْعَـمَمِ

١٥٥

وَلَنْ يُّضِـيْقَ رَسُـوْلَ اللّٰهِ جَـاهُكَ بِىْ
اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَـقِمِ

١٥٦

فَـاِنَّ مِنْ جُـوْدِكَ الدُّنْيَـا وَضَـرَّتَهَـا
وَمِنْ عُـلُوْمِكَ عِـلْمِ الـلَّوْحِ وَالْقَـلَمِ

١٥٧

يَـانَفْسُ لاَ تَـقْنَطِىْ مِـنْ زَلَّـةٍ عَظُمَتْ
اِنَّ الْكَبَـائِرَ فِـىْ الْغُـفْـرَانِ كَـاللَّمَمِ

www.pathagar.com

দশম পাঠ

মুনাজাত

১৫৪. তুমি ছাড়া প্রিয় রাসূল
নেই কেহ আর এ সংসারে
কঠোর কঠিন বিপদকালে
শরণ নেবো যাহার দ্বারে।

১৫৫. শেষ বিচারে মোর সুপারিশ
করলে তুমি– মহামতি
তোমার মহাউচ্চ শানের
হবে না তায় কোনোই ক্ষতি।

১৫৬. কেননা যে দুই জাহানই
ফসল তোমার মহাদানের
'লওহ' 'কলম' জ্ঞান পেলো তো
অংশ থেকে তোমার জ্ঞানের।

১৫৭. প্রাণ রে! তুই নিরাশ কেনে
যদিও তোর পাপ বেশুমার
তার চে' বড় খোদার ক্ষমা
শেষ সীমানা নেই সে ক্ষমার।

www.pathagar.com

١٥٨

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّىْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا
تَاتِىْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِى الْقِسَمِ

١٥٩

يَارَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِىْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِىْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

١٦٠

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِى الدَّارَيْنِ اِنَّ لَهُ
صَبْرًا مَتٰى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

١٦١

وَاَئْذَنْ لِّسُحْبِ صَلٰوةٍ مِنْكَ دَائِمَةً
عَلٰى النَّبِىِّ بِمُنْهَلٍّ وَّمُنْسَجِمِ

١٦٢

وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
اَهْلِ التُّقٰى وَالنُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

www.pathagar.com

১৫৮. এই তো আশা– হবে বিশাল
যার যতোই বোঝা পাপের
হিস্যা পাবে সে ততোই
তোমার অসীম রহমাতের।

১৫৯. হাযির তোমার দরবারে রব
অনেক আশা আরজু নিয়া
কোরো না কো নিরাশ আমায়
দিও না কো ভেঙে হিয়া।

১৬০. দুই জাহানে এই অধমে
ঢালো আশীষ প্রেম করুণার
নয়তো বিভু হারিয়ে যাবে
ঘোর বিপদে ধৈর্য তাহার।

১৬১. দরূদ পাকের মেঘমালাকে
দাও গো হুকুম হে 'যুল-জালাল'
নবীর পরে বিপুল ধারে
বর্ষে যেন অনন্তকাল।

১৬২. আল-আসহাব তাবিঈনের
ওপর ঝরাও শান্তিধারা
পরহেযগারী পবিত্রতা
সর্বগুণে ধন্য যারা।

www.pathagar.com

١٦٣

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعَنْ عُمَرَ
وَعَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِى الْكَرَمِ

١٦٤

مَارَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبَا
وَاَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِى الْعِيْسِ بِالنُّغَمِ

١٦٥

فَاغْفِرْ لَنَا شِدهَا وَاغْفِرْلِقَارِئِهَا
سَاَلْتُكَ الْخَيْرَ يَاذَ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

www.pathagar.com

১৬৩. আবূ বকর উমর আলী
উসমান– এ চার খলীফায়
অনন্তকাল সিক্ত করে
রেখো তোমার আশীষ ধারায়।

১৬৪. প্রভাত সমীর 'বান' বিটপীর
দুলিয়ে যাবে শাখ যতোকাল
যতো দিনই হুদী গেয়ে
উট চালাবে উটের রাখাল
ততো দিনই প্রিয়নবী
আর যতো তাঁর সংগী–সাথী
সবার ওপর ঝরাও তোমার
আশীষ বারি দিন ও রাতি।

১৬৫. দয়াল ওগো! রচক পাঠক
শ্রোতা যারা এই কাসীদার
তাদের পরেও ঝরাও তোমার
আশীষধারা প্রেম করুণার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদায়ে নু'মান

ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) এবং কাসীদায়ে নু'মান

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শরীয়াহ্ আইন বিশারদ ইমামুল মুজতাহিদীন আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র)-এর জন্ম হিজরী ৮০ সালে, ইরাকের ঐতিহাসিক নগরী কূফায়, খলীফা আবদুল মালিকের শাসনামলে। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পারস্য রাজ-বংশোদ্ভূত। তাঁর মূল নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফা, পিতার নাম সাবিত, দাদার নাম জওতী। দাদা জওতী (র) ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর স্নেহধন্য। তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁর দরবারে। তাঁর পুত্র সাবিত (র)-কে শৈশবে হযরত আলী (রা)-এর দরবারে নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন। তাঁর ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন নু'মান (র) (ইমাম আবূ হানীফা)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। শৈশবেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন ইলমে হাদীস ও আরবী ভাষা-সাহিত্যে। প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জনের পর তিনি পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-এর শাগরিদ, প্রখ্যাত তাবিঈ, হাদীস বিশারদ ও ফকীহ আমীর আশ্-শা'বী (র)-এর সাথে পরিচয় ছিল নু'মানের। তাঁর যাতায়াত ছিল এই মনীষীর দরবারে। তিনি যুবক নু'মানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভা ও অসীম সম্ভাবনার অত্যুজ্জ্বল দ্যোতি। তিনি তাকে পরম স্নেহে উপদেশ প্রদান করেন বৈষয়িক কাজ থেকে আলগ হয়ে গভীর জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করার। এই উপদেশে নু'মানের ভাবান্তর ঘটে, বদলে যায় জীবনের গতিপথ এবং তিনি নিমগ্ন হন জ্ঞান-তপস্যায়।

এ সময়ের কূফা নগরী ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র। ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ, ইলমে তাফসীর, ইলমে কালাম, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা ও সাহিত্য বিশারদগণের পদচারণায় ধন্য ছিল এই নগরী। মধুমক্ষিকা ফুলে ফুলে বিচরণ করে যেমন মধু আহরণ করে, তেমনি জ্ঞানতাপস নু'মানও এ সকল মনীষীর সংস্পর্শে এসে, সংসর্গে থেকে সমৃদ্ধ করেন নিজ জ্ঞানভাণ্ডার। কারও কারও

www.pathagar.com

মতে, তাঁর উস্তাদ সংখ্যা ছিল চার হাজার। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আনাস ইব্ন মালিক ও আবদুল্লাহ ইব্ন আওফা (রা)-সহ সাতজন সাহাবী এবং ইমাম যায়দ ইব্ন হাসান, আতা ইব্ন আবি রাবাহ (র) সহ তিরানব্বইজন প্রখ্যাত তাবিঈ। ইলমে ফিকহে তাঁর প্রধান উস্তাদ ছিলেন হাম্মাদ ইব্ন আবি সুলায়মান (র)।

ইলমে দীনের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে ইলমে কালাম ও ইলমে ফিক্হে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের পর আবূ হানীফা ইমাম হাম্মাদের শিক্ষাগারে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষুরধার যুক্তির কাছে বিপক্ষের পরাজয় স্বীকার ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। অনেক নাস্তিক ও ন্যাচারালিস্টকে তাঁর কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফার সর্বশ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী অবদান হচ্ছে ফিকহ্শাস্ত্রে। মূলত তিনিই ছিলেন এই শাস্ত্রের স্থপতি। ফিকহের সূচনা প্রিয়নবী (সা)-এর কাল থেকে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ফকীহ। তবে একে এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র ও বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির। তিনি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুজতাহিদ ও কিয়াস বিশেষজ্ঞ, আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদ এবং প্রখ্যাত আবেদ–যাহেদগণের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০। ইমাম আযমের নেতৃত্বে এই মনীষীগণ সুদীর্ঘ ২২ বছরকাল অক্লান্ত সাধনা করে রচনা করেন উসূলুল ফিক্হ– ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের নীতিমালা এবং এই নীতিমালার ভিত্তিতে অসংখ্য ব্যবহারিক মাসআলা-মাসায়িল। কিতাবুস সিয়ানার বর্ণনামতে, এই বোর্ডের সংকলিত মাসআলার সংখ্যা ১২ লাখ ৯০ হাজারের উর্ধ্বে। বস্তুত ইমাম আযম (র) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, গভীর গবেষণা ও সীমাহীন সাধনার মাধ্যমে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করেন ইলমে ফিক্হের অক্ষয় সুরম্য প্রাসাদ। ইমাম শাফিঈ (র) যথার্থই বলেছেন ঃ 'ইল্মে ফিক্হের প্রতিটি মানুষ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর পরিবারভুক্ত।'

মেধা-মনন, প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্যে ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন যেমন অনন্য, তেমনি আমল-আখলাক, ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারীতেও তিনি ছিলেন কিংবদন্তী পুরুষ। তিনি একাদিক্রমে ৪০ বছর ইশার নামাযের উযূ দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন। সারারাত অতিবাহিত করেছেন ইবাদতে। পবিত্র রমযানে প্রতিরাতে নফল নামাযের মধ্যে দু'খতম কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এভাবে রমযানের চন্দ্র উদয় হতে ঈদুল ফিতরের চন্দ্র উদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৬২ খতম কুরআন তিলাওয়াত

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি আল্লাহর ভয় ও মহব্বতে রাতে এত অধিক কাঁদতেন যে, মানুষ তা দেখে হয়রান হয়ে যেত।

ইমাম আযম (র) ছিলেন আহ্‌লে বায়তের খিলাফত প্রত্যাশী এবং উমাইয়া শাসনের বিরোধী। এজন্য উমাইয়া শাসকগণ ছিলেন তাঁর প্রতি রুষ্ট। উমাইয়া শাসন অবসানের পর প্রতিষ্ঠিত হল আব্বাসীয় শাসন। কিন্তু তারাও সুশাসন কায়েমে ব্যর্থ হলে ইমাম আযম তাদের বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে তৎকালীন খলীফা আল-মনসূর প্রথমে সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে সুকৌশলে তাঁকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। প্রস্তাব দেন প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের। ইমাম সাহেব তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর শুরু হয় চাপ প্রয়োগের পালা। কিন্তু আদর্শ ও নীতিতে অটল-অবিচল মহামান্য ইমাম কোন ভয় ও প্রলোভনের কাছে মাথা নত না করলে শুরু হয় সরাসরি নির্যাতন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর ওপর চালানো হয় অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিদিন তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসা হতো এবং প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হতো। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হতো। প্রতিদিন দশটি হিসেবে তাঁর দেহে ১১০টি বেত্রাঘাত করা হয় বলে জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। এরূপ নির্মম নির্যাতন চালিয়েও যখন মহান ইমামকে বশে আনা সম্ভব হয় না, তখন তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এক সময় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই খাদ্যের সাথে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়ায় জগতের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ, শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী ১৫০ মুতাবিক ৬৬৭ ঈসায়ী সালে আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসূরের কারাগারে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর শাহাদতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দুঃখে-শোকে মাতোয়ারা হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকে দিক-দিগন্ত থেকে। দাফনের পরও তাঁর কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া হয় ক্রমাগত ২০ দিন যাবত। এর প্রথম জানাযাতেই ৫০ সহস্রাধিক লোক অংশগ্রহণ করে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কাসীদায়ে নু'মান

ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত (র) ছিলেন সত্যিকার আশেকে রাসূল। তাঁর হৃদয় ছিল আহলে বায়তের মহব্বতে ভরপুর। তাঁর কালজয়ী অবদানসমূহের মধ্যে 'কাসীদায়ে নু'মান' এক অনন্য কীর্তি। এই কালোত্তীর্ণ কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে রাসূল-প্রেমের ফল্গুধারা বহমান। সর্বকালের আশেকে রাসূলদের কাছে এই কাসীদা সমাদৃত হতে থাকবে অমূল্য তোহ্‌ফা হিসেবে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِداً
اَرْجُوْ رِضَاكَ وَاحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

٢

وَاللّٰهِ يَا خَيْرَ الْخَلاَئِقِ اِنَّ لِيَ
قَلْبًا مَشُوْقًا لاَ يَرُوْمُ سِوَاكَ

٣

وَبِحَقِّ جَاهِكَ اَنَّنِيْ بِكَ مُغْرَمٌ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّنِيْ اَهْوَاكَ

٤

اَنْتَ الَّذِيْ لَوْ لاَكَ مَا خُلِقَ امْرَءٌ
كَلاَّ وَلاَ خُلِقَ الْوَرَىٰ لَوْلاَكَ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. সাইয়্যেদের সাইয়্যেদ সরদারের মহান সর্দার
সমীপে তোমার
হাযির হয়েছি আজ
হৃদমাঝ
এই মোর তীব্র আকিঞ্চন
তোমার সন্তোষ পাব, লভিব শরণ।

২. কসম আল্লা'র
এ আশিক হৃদয় আমার
সৃষ্টির সম্রাট ওগো তুমি ছাড়া
কারো প্রতি অনুরাগ নাই
আমি শুধু তোমাকেই চাই।

৩. শপথ অনন্ত মহিমার
ওগো আমি প্রেমিক তোমার।
বিশ্বপতি জানেন সঠিক
তোমাকেই চাই আমি
একমাত্র তোমারি প্রেমিক।

৪. তুমি যদি সৃষ্টি নাহি হতে
তবে এ জগতে
মানবের আবির্ভাব না হতো কখন।
না হইলে তোমার সৃজন
সৃজিত হতো না কভু এ বিশ্ব ভুবন।

www.pathagar.com

٥

اَنْتَ الَّذِىْ مِنْ نُوْرِ كَ الْبَدْرُ اكْتَسٰى
وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ بِنُوْرِ بَهَاكَ

٦

اَنْتَ الَّذِىْ لَمَّا رُفِعْتَ اِلَى السَّمَاءِ
بِكَ قَدْ سَمَتْ وَتَرِبَتْ لِثُرَاكَ

٧

اَنْتَ الَّذِىْ نَادَاكَ رَبُّكَ مَرْحَبَا
وَلَقَدْ دَعَاكَ لِقُرْبِه وَحَبَاكَ

٨

اَنْتَ الَّذِىْ سَالْتَ فِيْنَا شَفَاعَةً
لَبَّاكَ رَبُّكَ لَمْ تَكُنْ لِسِوَاكَ

www.pathagar.com

৫. তোমার ওই লেবাস নূরের
পরিধান করে হলো আলোকিত চাঁদ আকাশের
তোমার ওই জ্যোতি মেখে গায়
আকাশের সূর্য হলো দীপ্তিমান
প্রোজ্জ্বল প্রভায়।

৬. মি'রাজের রজনীতে মহাকাশে করিলে ভ্রমণ
তোমার ওই কমল চরণ
চুম্বিয়া হইল ধন্য মহাকাশ
মহিমান্বিত হলো সুনীল গগন।

৭. তুমি সেই জন
জানালেন যাকে খোদা
পরম আদরে সম্ভাষণ।
মি'রাজের রাতে
ভালবেসে যিনি তাঁর সাথে
করিলেন মোলাকাত
ডেকে নিয়ে আপনার পাশে
করিলেন ধন্য যাকে
মিলনের মধুর আবেশে।

৮. তুমি সেই জন
শাফাআত অধিকার যাচিলে যখন
তখনি তা' আল্লা' জাল্লেশান
তব হস্তে করিলেন দান
তোমার দরখাস্তে দিয়ে সাড়া।
লভে নাই কেহ আর এ গৌরব
শুধু তুমি ছাড়া।

www.pathagar.com

৯

اَنْتَ الَّذِىْ لَمَّا تَوَسَّلَ اٰدَمُ
مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ اَبَاكَ

১০

وَبِكَ الْخَلِيْلُ دَعَا فَصَارَتْ نَارُهُ
بَرْدًا وَّقَدْ خَمِدَتْ بِنُوْرِ سَنَاكَ

১১

وَدَعَاكَ اَيُّوْبُ بِضُرٍّ مَّسَّهُ
فَاُزِيْلَ عَنْهُ الضُّرُّ حِيْنَ دَعَاكَ

১২

وَبِكَ الْمَسِيْحُ اَتٰى بَشِيْرًا مُخْبِرًا
بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَادِحًا عُلَاكَ

১৩

وَكَذَالِكَ مُوْسٰى لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلاً
بِكَ فِىْ الْقِيَامَةِ مُحْتَمًا بِحِمَاكَ

www.pathagar.com

৯. তুমি সেই জন
তোমার উসীলা দিয়া চাহিল যখন
আদম মার্জনা
তখনি তাহাকে মাফী দিলেন রব্বানা।
যদিও বা পিতা সে তোমার
তবু যে আসন তব সর্বোপরি শান-মর্যাদার।

১০. ইবরাহীম খলীলুল্লা' তীব্র হুতাশনে
চাহেন নাজাত যেই ক্ষণে
তোমার নামের উসীলায়
অমনি সে অগ্নিকুণ্ড
মুহূর্তে শীতল হয়ে যায়।

১১. কঠিন পীড়ায় আইয়ূবের
যখন নাজাত চান দিয়ে তব উসীলা নামের
মহান আল্লাহ্ দয়াময়
করিলেন তাঁকে নিরাময়।

১২. ঈসা পুণ্যবান
করিলেন আগমনী সুসংবাদ দান
হে নবী তোমার
করিলেন তিনি তব
উচ্চ মর্যাদার
মহিমা প্রচার।

১৩. নবী মূসা আলাইহিস্-সালাম
নিয়া তব নাম
কঠিন বিপদ হতে পেলেন উদ্ধার
অনুরূপ হাশরে আবার
কঠিন সময়
নিবেন তোমার তিনি শরণ-আশ্রয়।

www.pathagar.com

١٤

وَالْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ خَلْقٍ فِي الْوَرٰى

وَالرُّسُلُ وَالْاَمْلَاكُ تَحْتَ لِوَاكَ

١٥

لَكَ مُعْجِزَاتٌ اَعْجَزَتْ كُلَّ الْوَرٰى

وَفَضَائِلُ جَلَّتْ فَلَيْسَ تُحَاكَ

١٦

وَنَطَقَ الذِّرَاعُ لِسَمِّهِ لَكَ مُعْلِنًا

وَالضَّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِيْنَ اَتَاكَ

١٧

وَالذِّئْبُ جَاءَكَ وَالْغَزَالَةُ قَدْ اَتَتْ

بِكَ تَسْتَجِيْرُ وَتَحْمِيْ بِحِمَاكَ

١٨

وَكَذَا الْوُحُوْشُ اَتَتْ اِلَيْكَ وَسَلَّمَتْ

وَشَكَا الْبَعِيْرُ اِلَيْكَ حِيْنَ رَاكَ

১৪. সুকঠিন দিনে হাশরের
সারা জগতের
নবী ও রাসূল-সব আদম সন্তান
হয়ে পেরেশান
তোমার ঝাণ্ডার তলে খুঁজিবে আশ্রয়
বরাভয়।

১৫. তোমার অপূর্ব আর অলৌকিক মু'জিযা নিচয়
বিশ্বের বিস্ময়।
সু-উচ্চ মহিমা তব
অভিনব
স্বীকৃত নন্দিত সর্ব ঠাঁই
সংশয়-সন্দেহ তাতে নাই।

১৬. জহর মিশ্রিত ছিল ছাগলের রান
সেই রানই বলে দিল বিষের সন্ধান।
গুইসাপে ডাকিলে যখন
লাব্বায়েক বলে হলো হাযির তখন।

১৭. এসেছে বনের বাঘ, এসেছে হরিণ
তোমার আশ্রয় নিতে হে নবী আমীন
যাঁচি বরাভয়।
সকলেই যাচ্ঞা করে
নিরপদ তোমার আশ্রয়।

১৮. তোমার সকাশে
অরণ্যের জীব-জন্তু এসে
জানাত কুর্নিশ।
প্রতিকার আশে
নির্যাতিত উট এসে পাশে
জানাত দুঃখের কথা
করিত নালিশ।

www.pathagar.com

১৯

وَدَعَـوْتَ اَلاَشْـجَـارَ اَتَتْكَ مُـطِيْـعَـةً

وَسَــعَتْ اِلَيْكَ مُــجِـيْــبَــةً لِنِدَاكَ

২০

وَالْمَـاءُ فَـاضَ بِرَاحَـتَـيْكَ وَسَـبَّحَتْ

صُمُّ الْحِـصٰى بِالْفَـضْلِ فِىْ يُمْنَاكَ

২১

وَعَلَيْكَ ظَلَّتِ الْغَـمَـامَـةُ فِـى الْوَرٰى

وَالْجِــزْعُ حَنَّ اِلٰى كَــرِيْمِ لِقَــاكَ

২২

وَكَذَاكَ لاَ اَوَاثِرٌ لِمَشْيِكَ فِـى الثَّرٰى

وَالصَّخْرُ قَـدْ غَـاصَتْ بِهٖ قَـدْ مَـاكَ

২৩

وَشَـفَـيْتَ ذَالْعَـاهَاتِ مِنْ اَمْـرَاضِـهُمْ

وَمَـــلأَتَ كُلَّ الْاَرْضِ مِنْ جَــدْوَاكَ

www.pathagar.com

১৯. বন-বৃক্ষ নিশ্চল নির্বাক
তাদের যখন দিলে ডাক
অমনি তাহারা
তোমার সে ডাকে দিয়ে সাড়া
অনুগত ভৃত্যসম তোমার সদন
মুহূর্তে করিল আগমন।

২০. ফোয়ারা পানির
তব হস্ত-তালু হতে হয়েছে বাহির।
লোষ্ট্রখণ্ড নির্বাক নিথর
তব মুবারক হস্ত-মুষ্টির ভিতর
সরবে করেছে তসবী পাঠ
হে নবী সম্রাট।

২১. জলধরে
শিরঃ পরে
তোমায় করেছে ছায়া দান।
শুষ্ক শাখা খর্জুরের
কাঙ্ক্ষায় মিলনের
কেঁদেছে আকুল হয়ে পেয়ে নবপ্রাণ।

২২. কখনো কখনো
কোমল মাটিতে তব পদ চিহ্ন পড়ে নাই কোনো
চলার সময়।
আবার কখনো দৃঢ় কঠিন শিলায়
রীতিমত
মুবারক পদচিহ্ন হয়েছে অঙ্কিত।

২৩. হে নবী মহান
কতো রুগ্নজনে তুমি করিয়াছ নিরাময় দান
পূর্ণ করিয়াছ তুমি অনুগ্রহে আশিসে তোমার
এ বিশ্বসংসার।

www.pathagar.com

٢٤

وَرَدَدْتَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بَعْدَ الْعَمٰى
وَعَيْنَ الْحَصِيْنِ شَفَيْتَهٗ بِشِفَاكَ

٢٥

وَكَذَا خُبَيْبًا وَابْنَ عَفْرَاءَ بَعْدَمَا
جُرِحَا شَفَيْتَهُمَا بِلَمْسِ يَدَاكَ

٢٦

وَعَلِيٌّ مِنْ رَّمَدٍ اِذْ دَاوَيْتَهُ
فِيْ خَيْبَرَا فَشَفٰى بِطِيْبِ لَمَا كَا

٢٧

وَسَاَلْتَ رَبَّكَ فِيْ ابْنِ جَابِرٍ بَعْدَمَا
اَنْ مَاتَ فَاحْيَاهُ وَقَدْ اَرْضَاكَ

٢٨

وَمَسَسْتَ شَاةً لِاُمِّ مَعْبَدٍ
بَعْدَمَا نَشَفَتْ فَدَرَّتْ بِلَمْسِ يَدَاكَ

www.pathagar.com

২৪. দৃষ্টিহারা অন্ধ কাতাদার
নয়ন হইতে অন্ধকার
দূর করে ফিরাইয়া দিলে তুমি আলো।
ইবন হাসীনের রোগ
যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ
করে দিলে নিরাময়–ভালো।

২৫. মুবারক দু'হাতের পরশে তোমার
আহত খুবায়েব ও ইব্নে আফ্রার
কঠিন জখম
হলো উপশম।

২৬. অভিযানকালে খায়বারের
আলী হায়দারের
নয়ন আক্রান্ত হলো কঠিন পীড়ায়
তোমার মুখের পূত সুরভিত অমৃত লালায়
হলো তা মুহূর্তে নিরাময়।

২৭. জাবিরের মৃত পুত্রদ্বয়
নিয়ে এলো তোমার সমীপে যে সময়ে
অমনি তুলিয়া দুই হাত
তাদের জীবন যাচি করিলে গো তুমি মুনাজাত
তোমার খুশির তরে আল্লা' দয়াবান
সেই মৃত দেহ মাঝে
ফিরাইয়া দেন পুনঃ প্রাণ।

২৮. জীর্ণশীর্ণ শুকনো ছাগী উম্মে মা'বাদের
স্তন তার কাষ্ঠবৎ-প্রশ্নই ওঠে না দুগ্ধের
রহমাতের নবী
সে স্তন তব ওই মুবারক করস্পর্শ লভি
সতেজ সজীব হলো, কী পেল ইশারা!
বয়ে গেল দুগ্ধের ফোয়ারা।

www.pathagar.com

٢٩

وَدَعَـوْتَ عَـامَ الْقَـحْطِ رَبَّكَ مُـعْلِنًا

فَـانْحَلَّ قَطْرُ السَّحْبِ حِـيْنَ دَعَـاكَ

٣٠

وَدَعَـوْتَ كُلَّ الْخَلْقِ فَـانْقَـادُوْا اِلٰى

دَعْـوَاكَ طَوْعًـا سَـامِـعِـيْنَ نِدَاكَ

٣١

وَخَفَضْتَ دِيْنَ الْكُفْـرِ يَا عَلَمَ الْهُدٰى

وَرَفَـعْتَ دِيْنَكَ فَـاسْـتَـقَـامَ هُدَاكَ

٣٢

اَعْـدَاءَكَ عَـادُوْا الْقَلِيْبِ بِجَـهْلِهِمْ

صَرْعٰى وَقَدْ حُرِمُوا الرِّضٰى بِجَفَاكَ

www.pathagar.com

২৯. মক্কায় প্রচণ্ড খরা মরু দাবদাহ
দারুণ আকাল দুর্বিষহ
নবীয়ে রহমাত
বৃষ্টি মাগি প্রভু দ্বারে বাড়ালে দু'হাত
মুহূর্তেই অম্বরের গায়
হলো মেঘ ঘনঘটা
ঝরিল প্রবল বৃষ্টি অঝোর ধারায়।

৩০. হে নবী মহান
নিখিল সৃষ্টিকে তুমি দিলে ডাক,
জানাইলে সত্যের আহবান
হে রাসূল
সৃষ্টিকুল
দিল সাড়া তোমার সে ডাকে
স্বতঃস্ফূর্ত আনত মস্তকে।

৩১. দীনের দিশারী
পরাভূত করিয়াছ তুমি সব বাতিল কুফরী
আর সত্য দীন
করিয়াছ সমুন্নত
করেছ পতাকা তার সর্বোচ্চে উড্ডীন।
নৈপুণ্যে অদ্ভুত
করিয়াছ এই দীন অটল মযবূত।

৩২. অন্ধকার কূপে অজ্ঞতার
শত্রুরা তোমার
ছিল নিমজ্জিত
তোমার শত্রুতা করে
চিরতরে
আল্লা'র করুণা থেকে হয়েছে বঞ্চিত।

www.pathagar.com

٣٣

فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ قَدْ اَتَتْكَ مَلاَئِكَ

مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ قَاتَلَتْ اَعْدَاكَ

٣٤

وَالْفَتْحُ جَاءَكَ يَوْمَ فَتْحِكَ مَكَّةَ

وَالنَّصْرُ فِى الْاَحْزَابِ قَدْ اَوْفَاكَ

٣٥

هُوْدٌ وَّ يُوْنُسُ مِنْ بَهَاكَ تَجَمَّلاً

وَنَالُ يُوْسُفُ مِنْ ضِيَاءِ سَنَاكَ

٣٦

اَوْقَدْ فُقْتَ يَاطٰهٰ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ

طُرًّا فَسُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرَاكَ

www.pathagar.com

৩৩. বদরের রণভূমে আল্লা' মহীয়ান
তোমার সাহায্যে তাঁর ফেরেশ্‌তা পাঠান
বিনাশ করিল তারা তব শত্রুকুল
হে প্রিয় রাসূল।

৩৪. যুদ্ধকালে আহযাবের
মা'বূদের
গায়েবী মদদ ছিল
শত্রু হলো লয়
মক্কা বিজয়ের দ্বারা
দিকে দিকে জাগে সাড়া
হলো তব চূড়ান্ত বিজয়।

৩৫. লভি রূপ-লাবণী তোমার
ইউনুস, হূদ পয়গাম্বর
সুষমা মণ্ডিত।
ইউসুফ
অপরূপ
কান্তি পেল তব রূপে হয়ে উদ্ভাসিত।

৩৬. মরি মরি আহা !
ইয়া ত্ব-হা!
হে নবী পুণ্যবান
সকল নবীর ঊর্ধ্বে তোমার স্থান।
মি'রাজের রাত
হে নবী! তোমাকে খোদ আল্লা' পাকযাত
মহাশূন্য নীলাম্বর চিরে
ডেকে নেন নিজ পাশে একান্ত নিবিড়ে।

www.pathagar.com

৩৭

وَاللّٰهِ يَا يَسِيْنُ مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ
فِى الْعَالَمِيْنَ وَحَقِّ مَنْ اَنْبَاكَ

৩৮

وَعَنْ وَصْفِكَ الشُّعَرَاءُ يَا مُدَّثِّرُ
قَدْ عَجَزُوْا وَكَلُّوْا عَنْ صِفَاتِ عُلَاكَ

৩৯

اِنْجِيْلُ عِيْسى قَدْ اَتى بِكَ مُخْبِراً
وَلَنَا الْكِتَابُ اَتى بِمَدْحِ حُلَاكَ

৪০

مَاذَا يَقُوْلُ الْمَادِحُوْنَ وَمَا عَسى
اَنْ يَّجْمَعَ الْكُتَّابُ مِنْ مَعْنَاكَ

৪১

وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ الْبِحَارَ مِدَادُهُمْ
وَالشُّعَبُ اَقْلَامُ جُعِلْنَ لِذَاكَ

www.pathagar.com

৩৭. খোদার কসম! হে ইয়াসীন
তুলনাবিহীন
তুমি হে রাসূল
সৃষ্টি মাঝে নাই তব তুল
মর্যাদা কেতন তব সর্বোচ্চে উড্ডীন
তব সমতুল কেহ হয় নাই
অবশ্য হবে না কোনো দিন।

৩৮. ওগো মুদ্দাস্‌সির
তোমার প্রশংসা করা সাধ্য নয় কোনই কবির
তুমি অনুপম
তব রূপ, তব গুণ বর্ণনায় লিখনী অক্ষম।

৩৯. ঘোষিত হয়েছে পাক ইন্‌জীলে তোমার সুনাম
ঈসা মসী' আলাইহিস-সালাম
আগমনী সুসংবাদ দিয়েছে তোমার
তোমার তারীফে ভরা
মহাগ্রন্থ কুরান আল্লার।

৪০. কোন্ সে প্রশংসাকারী আছে কোন্ দেশ!
নান্দী গেয়ে করিবে যে শেষ ?
কোন্ কথাশিল্পী আছে ! লিখে লিখে তাঁর
সমাপ্ত করিবে কথা গুণ-মহিমার ?
অসীম অনন্ত পারাবার
কূল নাই, ঠাঁই নাই, শেষ নাই যার।

৪১-৪২ খোদার কসম
জগতের বৃক্ষরাজি হতো যদি লিখনী-কলম
মসী যদি হতো সব সমুদ্রের পানি
শেষ হলে তা আবার পুরাইত যদি আরো আনি

www.pathagar.com

٤٢

لَمْ يَقْدِرِ الثَّقَلاَنِ يَجْمَعُ قَدْرَهُ
اَبَداً وَّ مَا اسْتَطَاعُواْ لَهُ اِدْرَاكَ

٤٣

بِكَ لِىْ قُلْبٌ مُغْرَمٌ يَا سَيِّدِىْ
وَحُشَاشَةٌ مَحْشُوَّةٌ بِهَوَاكَ

٤٤

فَاِذَا سَكَتُّ فَفِيْكَ صَمْتِىْ كُلُّهُ
وَاِذَا نَطَقْتُ فَمَادِحًا عُلاَكَ

٤٥

وَاِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلاً طَيِّبًا
وَاِذَا نَظَرْتُ فَمَا اَرٰى اِلاَّكَ

٤٦

يَا مَالِكِىْ كُنْ شَافِعِىْ فِىْ فَاقَتِىْ
اِنِّىْ فَقِيْرٌ فِى الْوَرَىٰ لِغِنَاكَ

www.pathagar.com

মানুষ ও জিন্
লিখিয়া চলিত যদি অফুরান কাল নিশি-দিন
তবুও হতো না শেষ কথা তাঁর গুণ-মহিমার
অসমর্থ প্রজ্ঞা বটে প্রণিধানে শান-মান তাঁর।

৪৩. হে নেতা আমার!
এ মন আসক্ত মোর কেবলি তোমার
আমার এই অন্তর জগত
পরিপূর্ণ হয়ে আছে শুধু তব
প্রেম-মুহাব্বত।

৪৪. যখন নীরব থাকি, থাকি নিশ্চুপ
ভাবনা তোমারি করি
ধ্যান করি তব অপরূপ।
বলি যবে কথা
নান্দী তোমারি গাহি
কণ্ঠে থাকে তোমারি বারতা।

৪৫. যখন শ্রবণ করি
শুনি শুধু তব পূত বাণী
তোমার বাখানি।
যখন দর্শন করি মেলি অক্ষিতারা
দেখি শুধু তোমার ওই
নূরানী চেহারা।

৪৬. হে মালিক-প্রভু সদাশয়
মহাপ্রয়োজনকালে কঠিন সময়
সুপারিশ করিও আমায়
অতি অসহায়
দীনাতি দীন আমি
সর্বাধিক জরুরী আমার
তোমার পবিত্র ওই সম্পদ সম্ভার।

www.pathagar.com

٤٧

يَا اَكْـرَمَ الثَّـقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَىٰ
جُـدْ لِيْ بِجُـوْدِكَ وَارْضِنِـيْ بِرِضَـاكَ

٤٨

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُـوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ
لاَبِىْ حَنِيْـفَـةَ فِى الْاَنَامِ سِـوَاكَ

٤٩

فَـعَسَـاكَ تَشْفَعُ فِيْـهِ عِنْدَ حِسَـابِهِ
وَلَقَـدْ غَـدَا مُـتَـمَـسِّكًا لِعُـرَاكَ

٥٠

فَـلاَنْتَ اَكْـرَمُ شَـافِعٍ وَّمُـشَـفَّعٍ
مَنِ الْتَـجَىٰ بِحِـمَـاكَ نَالَ رِضَـاكَ

٥١

وَاجْـعَلْ قِرَائِى شَـفَـاعَـةً لِىْ فِىْ غَـدٍ
فَـعَسٰى اُرَىٰ فِىْ الْحَشْرِ تَحْتَ لِوَاكَ

www.pathagar.com

৪৭. নিখিল বিশ্বের
মানব জিন্নের
শ্রেষ্ঠজন মান-মর্যাদার
বিশ্বসম্পদের ওগো অব্যয় ভাণ্ডার!
হে দাতা! তোমার দানে ধন্য করো মোরে
তোমার সন্তোষ দানি
পরিতুষ্ট করো এ অন্তরে।

৪৮. করুণা প্রত্যাশী তব আমি
হে মালিক-স্বামী!
তুমি ছাড়া এ জগতে নাই কেহ আর
আবূ হানীফার।

৪৯. এ আশা অন্তরতলে পুষে আমি আছি অহর্নিশ
করিবে আমায় সুপারিশ
হিসাবের কালে সেই কঠিন হাশরে
আছি আমি সর্বদাই
দৃঢ়ভাবে তব রজ্জু ধরে।

৫০. বিশ্বজগতের
সুপারিশকারী সকলের
তুমি শ্রেষ্ঠ।
তুমি মহাসুপারিশকারী
হাশর কাণ্ডারী।
যে নিয়েছে শরণ তোমার
পেয়েছে সন্তোষ তব
ভয় নাই তার।

৫১. আজিকার তব এই মেহ্মানদারী
কালিকার সুপারিশে পরিণত
করো হে কাণ্ডারী।
ঠাঁই যেন পাই আমি রোজ মাহ্শার
ছায়াতলে তোমার ঝাণ্ডার।

www.pathagar.com

৫২

صَلِّ عَلَيْكَ اللّٰهُ يَا عَلَمَ الْهُـــدٰى

مَـا حَنَّ مُـشْـتَـاقٌ اِلٰى مَـثْـوَاكَ

৫৩

وَعَلٰى صَحَابَتِكَ الْكِرَامِ جَمِيْعِهِمْ

وَالتَّـــابِعِـــيْنَ وَكُلِّ مَنْ وَالَاكَ

www.pathagar.com

৫২. হেদায়েত, ন্যায়ের প্রতীক
যত দিন বিদ্যমান থাকে বিশ্বে
তোমার আশিক
মদীনা প্রেমিক
তাবৎ বর্ষিত হোক তোমার ওপর
রহমাত-সালাম খোদার।

৫৩. তব সঙ্গী-সাথীদের
অনুসারী তাহাদের
এবং তোমাকে আরো ভালবাসে যারা
তাদের ওপরও হোক বরষিত
আল্লা'র রহমাত ধারা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদায়ে গাউসিয়া

শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গাউসুল আ'যম শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র) এবং কাসীদায়ে গাউসিয়া

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে, ইরানের জিলান অঞ্চলের নীফ পল্লীতে হিজরী ৪৭১ মুতাবিক ১০৭৭ ঈসায়ী সালে পবিত্র রমযান মাসে ওলীকুল শিরোমনি বড়পীর দাস্তগীর গাউসুল আযম শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃমাতৃ উভয়কুলে তিনি সাইয়্যিদ অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা)-এর বংশধর। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যিদ আবূ সালিহ মূসা জঙ্গী দোস্ত (র), মাতার নাম সাইয়্যিদাহ উম্মুল খায়র আমাতুল জব্বার ফাতিমা (র)। তাঁর আব্বা-আম্মা উভয়েই ছিলেন অতি উচ্চস্তরের ওলী। আম্মা ছিলেন কুরআনুল কারীমের ১৮ পারার হাফিযা (মতান্তরে ১৫ পারা)। শিশু আবদুল কাদিরকে গর্ভে ধারণ করে এবং কোলে নিয়ে তিনি সর্বদা তিলাওয়াত করতেন। আল্লাহপাকের কী মহিমা! শিশু আবদুল কাদির মাতৃক্রোড়ে থেকে মাতৃকণ্ঠে শুনে শুনে কুরআন মজীদের ১৮ পারা হিফয করে ফেলেন। মক্তবে ভর্তি হয়ে স্বল্পদিনের মধ্যে বাকি অংশও হিফয করে পুরো কুরআনের হাফিয হয়ে যান। পরে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যা আয়ত্ত করেন। শৈশবেই তিনি পিতা হারিয়ে ইয়াতীম হন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মায়ের অনুমতি নিয়ে তৎকালীন ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে গমন করেন এবং সুবিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গভীরভাবে বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করেন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তিবলে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তর্কবিদ্যা, সাহিত্য-দর্শন, ইলমে কালাম ও ইলমে তাসাওওফে বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর নিমগ্ন হন গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায়। এই সাধনাকাল ছিল একাদিক্রমে ২৫ বছর। এর অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন তিনি গভীর অরণ্যে। তাঁর কঠোর রিয়াযতের কথা ভাবলেও বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। এ সময়ে না ছিল তাঁর আহার-বিশ্রামের প্রতি কোন খেয়াল, আর না ছিল ঘুম-নিদ্রা। নিষিদ্ধ ৫টি দিন ছাড়া সংবৎসর রাখতেন রোযা। আর সমগ্রটা সময় ব্যাপৃত থাকতেন নামাযে– তিলাওয়াতে, যিকর-আযকারে, মুরাকাবা– মুশাহাদায়। স্বাভাবিক খাদ্য খুব কমই খেতে পেয়েছেন। বনের ফলমূল ভক্ষণ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন অধিকাংশ দিন। রিয়াযতের কাল সমাপন করে তিনি

www.pathagar.com

বায়'আত গ্রহণ করেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ দরবেশ শায়খ আবূ সাদিক মাখযূমী (র)-এর হাতে। শায়খ মাখযূমী যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন এতদিন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হযরত আলী (রা), হাসান বসরী হয়ে মাশায়িখ পরম্পরায় যে খিরকা শায়খ মাখযূমী (র) লাভ করেছিলেন, তিনি সেই মুবারক খিরকা আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর গায়ে পরিয়ে দিলেন। কামালিয়াতের সর্বোচ্চ দরজায় আগেই তিনি পৌঁছেছিলেন, খিরকা লাভের মাধ্যমে অভিষিক্ত হলেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

অধ্যাপনা

ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেনে পরিপূর্ণতা অর্জনের পর আবদুল কাদির জিলানী (র) তাঁর উস্তাদ আবূ সাঈদ মুবারক (র)-এর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি শুনে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা এ মাদ্রাসায় এসে ভিড় জমায়। তিনি সুদীর্ঘ ৩৩ বছরকাল অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময়ে তিনি শরীয়তের বহু জটিল বিষয়ের ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

ওয়ায ও নসীহত

৫২১ হিজরী সালের ১৫ই শাওয়াল মঙ্গলবারের এক মুবারক সময়ে তিনি বিশ্বনবী (সা)-এর যিয়ারত লাভ করেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন জনগণের মধ্যে ওয়ায নসীহত করার। এই নির্দেশপ্রাপ্তির পর তিনি ওয়ায আরম্ভ করেন। দলে দলে লোক তাঁর ভাষণ শোনার জন্য জমায়েত হতে থাকে। ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে শ্রোতার সংখ্যা। বহু দূর দেশ থেকেও মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে আসতে থাকে তাঁর মাহফিলে। কেবল সাধারণ মানুষ নয়, আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ–পণ্ডিত, আমীর-উমারা, উযীর-নাযীর এমন কি খোদ খলীফা পর্যন্ত উপস্থিত হতেন তাঁর ওয়ায শোনার জন্য। অনেক ইয়াহূদী-নাসারাও যোগদান করত তাঁর মাহফিলে। কখনো কখনো শ্রোতার সংখ্যা হাজারের কোটা ছাড়িয়ে লাখের ঘরে পৌঁছে যেত। তাঁর ওয়ায ছিল এমন মোহনীয়, চিত্তাকর্ষক ও তাসীরযুক্ত যে, শ্রোতারা ভাব-বিহ্বল ও তন্ময় হয়ে থাকত। কেউবা সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে যেত। এমনকি কারো কারো মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেত। তাঁর ওয়াযের প্রভাবে লাখ লাখ মানুষের ঈমান-আমলে ইসলাহ হয়েছে। অসংখ্য পথহারা মানুষ লাভ করেছে সীরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান। বহু ইয়াহূদী-খ্রিস্টান স্বধর্ম ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

তিনি সর্বাগ্রে ইলমে শরীআত অর্জন, তদনুযায়ী কঠোরভাবে আমল এবং তারপরে ইলমে মা'রিফত হাসিলের উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন বিদ'আতের চরম বিরোধী। তিনি বলতেন ঃ সুন্নতের বিন্দুমাত্র খেলাফ করে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ

www.pathagar.com

করতে পারে না। কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন ঃ শরীআতের একটি বিধানের বিরোধিতা করে কেউ যদি তরীকত ও মারিফতের দাবিদার হয়, তবে জেনে রেখো সে সিদ্দীক নয়, যিন্দীক (পরম ধার্মিক নয়, চরম ভণ্ড, প্রায় কাফিরতূল্য)। তাঁর অমর উপদেশাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় কর। কেবল তাঁরই ইবাদত কর। আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা করো না।

তাঁর ভাষণসমূহের সংকলন ও রচনাবলী ইসলামী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। প্রায় হাজার বছর ধরে সারাবিশ্বে এ সকল গ্রন্থ সমাদৃত হয়ে আসছে। অনূদিত হয়েছে দুনিয়ার প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষায়। এসবের মধ্যে ফুতূহুল গায়ব, আল-ফাতহুর রব্বানী, গুনিয়াতুত্-তালেবীন, সিররুল-আসরার সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত তাঁর বেশকিছু খণ্ড কবিতা ও কাসীদা রয়েছে। এর মধ্যে কাসীদায়ে গাউসিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর অন্যান্য রচনার ভাব, বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এই ধারণায় কোন কোন সমালোচক 'কাসীদাতুল গাউসিয়া' তাঁর রচনা কিনা, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে বিশেষজ্ঞগণ এই কাসীদাকে ওয়াজ্দের হালতে (গভীর তন্ময়ভাব) রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। সাধক কখনো কখনো আপন সত্তা ভুলে লীন হয়ে যায় মহাসত্তার মাঝে। ফানাফিল্লাহ্র সেই স্তরে অবস্থানকালীন ওয়াজ্দের অবস্থায় এই ব্যতিক্রমী অহংপূর্ণ রচনা কাসীদাতুল গাউসিয়া (আল্লাহু আ'লাম)। যাই হোক, কাসীদায়ে গাউসিয়া বিশ্বখ্যাত। অনেকে ওযীফা হিসেবেও পাঠ করেন এই কাসীদা। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও গদ্যে ও পদ্যে এর একাধিক অনুবাদ রয়েছে।

হিজরী ৫৬১ সালের ১১ই রবিউস সানী এই মহান সাধক গাউসুল আযম বড়পীর দাস্তগীর শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র) ইন্তিকাল করেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরীতে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١

سَـقَـانِىْ الْحُبُّ كَـاسَـاتِ الْوِصَـالِ
فَـقُلْتُ لِخَـمْـرَتِىْ نَحْـوِىْ تَعَـال

٢

سَعَتْ وَ مَشَتْ لِنَحْـوِىْ فِىْ كُـئُوْسٍ
فَـهِـمْتُ بِسُكْرَتِىْ بَيْنَ الْمَـوَالِ

٣

فَـقُلْتُ لِسَـائِرِ الاَقْطَابِ لُمُّـوْا
بِحَـالِىْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَـالِ

٤

وَهُمُّـوْا وَاشْـرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِىْ
فَـسَـاقِى الْقَـوْمِ بِالْوَافِىْ مَـلاَل

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. প্রণয় করালো পান
মিলনের সূরা পাত্র ভরা
কহিলাম অয়ি সুরে!
এসো মোর কাছে, এসো ত্বরা।

২. এ আহ্বানে এলো ধেয়ে
মদিরার পাত্রগুলো তেজে
বন্ধুদের পানে ঘুরে বসিলাম
নেশার আমেজে।

৩. মিশে যাও হালে মোর
কহিলাম কুতুব সকলে
যোগ দাও মাহ্‌ফিলে
ভিড়ে যাও মোর ভক্ত দলে।

৪. তোমরা আমার সেনা
পান করো দৃঢ় আস্থা রাখি
করিয়াছে পাত্র পূর্ণ
দলপতি শ্রেষ্ঠতম সাকী।

www.pathagar.com

৫

شَـرِبْتُمْ فُـضْلَتِىْ مِنْ بَعْـدِ سُكْرِىْ
وَلاَ نِـلْتُـمْ عُـلُوِّىْ وَاتِّـصَـــــالِ

٦

مَـقَـامُكُمُ الْعُلٰى جَـمْـعًـا وَّلٰكِنْ
مَـقَـامِىْ فَـوْقَكُمْ مَـا زَالَ عَـالِ

٧

اَنَا فِىْ حَـضْـرَةِ التَّـقْـرِيْبِ وَحْـدِىْ
يُصَـرِّ فُنِىْ وَحَـسْـبِىْ ذُوْ الْجَـلاَلِ

٨

اَنَـا الْبَـازِىُّ اَشْـهَـبُ كُلَّ شَـيْـخٍ
وَمَنْ ذَا فِىْ الرِّجَـالِ اُعْطٰى مِـثَـالِ

٩

كَـسَـانِىْ خِلْعَـةً بِطِرَازِ عَـزْمٍ
وَتَوَّجَنِىْ بِتِـيْـجَـانِ الْكَمَـالِ

www.pathagar.com

৫. নেশা মোর হলে পূর্ণ
এঁটো মোর করিয়াছ পান
পাবে না আমার মতো
উচ্চশান মিলন-সম্মান।

৬. তোমরা আসীন বটে
উচ্চাসনে খ্যাতি মর্যাদার
অবশ্যই তারো উর্ধ্বে
চিরন্তন আসন আমার।

৭. পেয়েছি একান্ত করে
সুনিবিড় সান্নিধ্য তাহার
তিনিই চালান মোরে
নাই কিছু প্রয়োজন আর।

৮. শেখ-মাশায়েখ পরে
আমি এক দুরন্ত ঈগল
কে পেয়েছে মোর মতো
এতো তেজ এই মহীতল ?

৯. পরিয়ে দিলেন প্রভু
প্রত্যয়ের খেলাত আমায়
পরিয়ে দিলেন মোর
কামালাত-মুকুট মাথায়।

www.pathagar.com

١٠

وَاَطْلَعَنِىْ عَلٰى سِرٍّ قَدِيْمٍ
وَقَلَّدَنِىْ وَاَعْطَانِىْ سُؤَالِ

١١

وَوَلاَّنِىْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا
فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالِ

١٢

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ بِحَارٍ
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِىْ زَوَالِ

١٣

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ جِبَالٍ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

١٤

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ نَارٍ
لَخَمَدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّحَالِ

www.pathagar.com

১০. দিলেন বুঝার সাধ্য
যতোসব রহস্যের ভাষা
কণ্ঠে বিজয়মাল্য
পূর্ণ সব করিলেন আশা।

১১. করেছেন তিনি সব
কুতুবের সম্রাট আমায়
চলিবে হুকুম মোর
সর্ব পরে সর্ব অবস্থায়।

১২. আমার রহস্য যদি
ছেড়ে দিই সমুদ্র উদ্দেশ
অথৈ সমুদ্র বারি
হয়ে যাবে নিমিষে নিঃশেষ।

১৩. আমার রহস্যরাজি
নিক্ষেপিলে পর্বত চূড়ায়
চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে
মিশে যাবে পর্বত ধূলায়।

১৪. আমার রহস্য যদি
অগ্নিকুণ্ডে করি নিক্ষেপণ
অনল সলিল হবে
নিভে যাবে তীব্র হুতাশন।

www.pathagar.com

১৫

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيْتٍ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالِ

১৬

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ
تَمُرُّ وَتَنْقَضِىْ اِلاَّ اَتَالِ

১৭

وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَأتِىْ وَ يَجْرِىْ
وَتُعْلِمُنِىْ فَاَقْصِرْ عَنْ جِدَالِىْ

১৮

مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ
وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِ

১৯

مُرِيْدِىْ لاَ تَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّىْ
عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

www.pathagar.com

১৫. মুর্দা লাশ পরে আমি
নিক্ষেপিলে রহস্য আমার
আসিবে সে যিন্দা হয়ে
কাছে মোর হুকুমে আল্লা'র।

১৬. কাল-সে অতীত হোক
ভবিষ্যত কিবা বর্তমান
মাস বর্ষ–কে আসে না
দিলে ডাক মোর সন্নিধান ?

১৭. বলে যায় এসে তারা
কী ঘটিছে, কী ঘটিবে তাই
দূর হও ! এই নিয়ে
বিতর্কের অবকাশ নাই।

১৮. যাহা খুশি করে যাও
ভয় নাই মুরীদ আমার
গাহিয়া বেড়াও ঘুরে
সুমহান নাম-গীতি তার।

১৯. ভয় নাই হে মুরীদ!
নিন্দাবাক্য তুলিও না কানে
দৃঢ়পদ-যোদ্ধা আমি
হত্যাকারী যুদ্ধের ময়দানে।

www.pathagar.com

٢٠

مُـــــرِيْـدِىْ لاَ تَـخَـفْ اللّٰـهُ رَبِّـىْ
عَـطَانِىْ رَفْـــعَـــةً نِلْتُ الْمَنَالِ

٢١

طُبُـوْلِىْ فِى السَّـمَـآءِ وَالْاَرْضِ دُقَّتْ
وَشَـآؤُسُ الـسَّـــعَـــادَةِ قَـــدْ بَدَالِ

٢٢

بِـلاَدُ اللّٰـهِ مُـلْكِـىْ تَحْتَ حُـكْمِـىْ
وَوَقْـتِىْ قَـبْلَ قَلْبِىْ قَـدْ صَـفَـالِ

٢٣

نَـظَرْتُ اِلٰى بِلاَدِ اللّٰهِ جَـــمْـــعًـــا
كَـــخَـــرْدَ لَةٍ عَلٰى حُكْمِ التِّـــصَـــالِ

٢٤

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَـتّٰى صِـرْتُ قُـطُبًـا
وَنِلْتُ السَّـــعْـدَ مِنْ مَـوْلٰىَ الْمَـوَالِ

www.pathagar.com

২০. আল্লাহ্ আমার প্রভু
ভয় নাই মুরীদ আমার
দিছেন আমায় তিনি
সুগৌরব উচ্চ মহিমার।

২১. আকাশে যমীনে বাজে
ওই মোর বিজয় নাকাড়া
বহিছে আমার জন্য
সৌভাগ্যের অনিঃশেষ ধারা।

২২. আমার সাম্রাজ্য-সীমা
জুড়ে কুল আলম আল্লা'র
জন্ম-পূর্ব থেকে জ্ঞাত
এ কালের তথ্য সমাচার।

২৩. যখন ফেরাই দৃষ্টি
মিলনের মৌতাত-নজরে
সরিষা দানার মত
দেখি এই বিশ্ব চরাচরে।

২৪. কুতুব হলাম শেষে
শিক্ষা-দীক্ষা করে সমাপন
বাদ্‌শার বাদ্‌শা থেকে
করেছি এ সৌভাগ্য অর্জন।

www.pathagar.com

٢٥

رِجَالٌ فِىْ هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ
وَفِىْ ظُلَمِ اللَّيَالِىْ كَا لَّلاٰلِ

٢٦

وَكُلُّ وَلِىٍّ عَلٰى قَدَمٍ وَّ اِنِّىْ
عَلٰى قَدَمِ النَّبِىْ بَدْرِ الْكَمَالِ

٢٧

فَمَنْ فِىْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ مِثْلِىْ
وَمَنْ فِىْ الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَال

٢٨

نَبِىٌّ هَاشِمِىٌّ مَكِّىٌّ حِجَازِىْ
هُوَ جَدِّىْ بِهٖ نِلْتُ الْمَنَال

٢٩

اَنَا الْجِيْلِىْ مُحِىُّ الدِّيْنِ اِسْمِىْ
وَاَعْلاَمِىْ عَلٰى رَأسِ الْجِبَالِ

www.pathagar.com

২৫. খরতাপ-দগ্ধ দিনে
রাখে রোযা ভক্ত মোর যতো
নৈশ অন্ধকারে তারা
চমকায় মুকুতার মতো।

২৬. পূর্ণতার পূর্ণিমা
নবী-পদ অনুসারী আমি
বিশ্বের ওলীরা সব
মোর পদচিহ্ন অনুগামী।

২৭. আল্লাহর ওলীকুলে
কোন্ আছে সমান আমার ?
কোন্ আছে তত্ত্বজ্ঞানী
হাল পরে নিয়ন্ত্রণ যার ?

২৮. হাশিমী হিজাযী মক্কী
মহানবী নানাজী আমার
লাভ করিয়াছি আমি
সব কিছু বদৌলতে তাঁর।

২৯. জিলানের অধিবাসী
উপনাম মহী উদ্-দীন
উচ্চতর গিরিশৃংগে
বৈজয়ন্তী আমার উড্ডীন।

www.pathagar.com

৩০

اَنَا الْحَسَنِىْ وَ الْمَخْدَعْ مَقَامِىْ
وَاَقْدَامِىْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَال

৩১

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِىْ
وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

৩২

كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِىْ كَانَ مِنِّىْ
فَيَسْلُكُ فِىْ طَرِيْقِىْ وَاشْتِغَال

www.pathagar.com

৩০. মুজ্‌দা নিবাস মোর
হাসানের আমি বংশধর
আমার কদম সব মনীষীর
গ্রীবার উপর।

৩১. আব্দুল কাদির বলে
সুবিখ্যাত নামটি আমার
দাদা মোর রাসূলুল্লা'
উৎস যিনি সব পূর্ণতার।

৩২. জেনে রেখো, প্রিয়পাত্র
আহমাদ রিফাঈ আমার
অনুসারী অনুগামী
সে যে মোর কর্ম, তরীকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ

শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ কাশ্মীরী (র)

www.pathagar.com

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ-এর সারমর্ম

কাসীদায়ে শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ- বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত এক কাশ্‌ফ ও ইলহামের কাসীদা। জগতদ্বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র) আজ থেকে ৮৫২ বছর পূর্বে হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এ কাসীদা। কালে কালে তাঁর এ কাসীদার এক-একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। মুসলিম জাতি বিভিন্ন দুর্যোগকালে এ কাসীদা পাঠ করে ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো প্রাণশক্তি, উদ্দীপিত হয়ে ওঠেছে নতুন আশায়। ইংরেজ শাসনের ক্রান্তিকালে এ কাসীদা মুসলমানদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে। এর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) এ কাসীদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র)-এর এ সুদীর্ঘ কবিতায় ভারত উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। নিম্নে এ কাসীদার সারমর্ম প্রদত্ত হলো ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে

১. এখানে তুর্কী মুঘলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ২. তাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে ভিনদেশী খ্রিস্টানদের রাজত্ব, ৩. তাদের শাসনকালে মহামারী আকারে প্লেগ এবং চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং এতে বহু প্রাণহানি ঘটবে, ৪. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে অঞ্চলে-অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে স্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন করে যাবে, ৫. ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, ৬. অযোগ্য লোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, ৭. মানুষের আইন-কানুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না, ঘুষ, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, জেনা, ব্যাভিচার, অরাজকতার সয়লাব সৃষ্টি হবে (উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)। ৮. মুসলমানদের উপর বিধর্মীরা মহা যুলম ও অত্যচার চালাবে, তাদের জানমালের কোন মূল্য থাকবে না, তাদের রক্তের সাগর বয়ে যাবে, ঘরে ঘরে কারবালার মত আহাজারী সৃষ্টি হবে, ৯. এরপর পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের দখলে আসবে, হিন্দুরা সেখান থেকে পালিয়ে

www.pathagar.com

যাবে, ১০. অনুরূপ হিন্দুরা মুসলমানদের একটি বৃহৎ শহর দখল করে নিয়ে পাইকারীভাবে মুসলিম নিধন চালাবে, ১১. নামধারী এক মুসলিম নেতা এক জঘন্য চুক্তি স্থাপন করে হিন্দুদের সাহায্য করবে, ১২. এরপর দুই ঈদের মধ্যবর্তী এক সময়ে বিশ্ব জনমত হিন্দুদের বিপক্ষে চলে যাবে, ১৩. মুহররম মাসে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বীর বিক্রমে অগ্রসর হবে, ১৪. উসমান ও হাবীবুল্লাহ নামের দুই মহান নেতা মুসলিম ফৌজের নেতৃত্বে দিয়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ১৫. সীমান্তের মুসলিম বীরগণ বীরদর্পে ভারতের দিকে অগ্রসর হবে, ১৬. ওদিকে ইরানী, আফগান ও দক্ষিণা সেনাগণও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয় করে বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে, ১৭. উপমহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ১৮. কোথাও দীন-ঈমান বিরোধী কোন তৎপরতা আর অবশিষ্ট থাকবে না, ১৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট নাম যার প্রথম অক্ষর 'গাফ' এমন এক সুবিখ্যাত হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

১. রাশিয়া ও জাপানে প্রচণ্ড লড়াই হবে, ২. অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না, ৩. জাপানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প হবে, ৪. ইউরোপে চার বছরব্যাপী এক মহাযুদ্ধ হবে (প্রথম মহাযুদ্ধ)। এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, ৫. প্রথম মহাযুদ্ধের ২১ বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে, ৬. এর এক পক্ষে থাকবে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া, অপর পক্ষে থাকবে জার্মান, জাপান ও ইটালী, ৭. বিজ্ঞানীগণ এ যুদ্ধে অতি ভয়াবহ আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, ৮. প্রাচ্যে বসে পাশ্চাত্যের কথা ও সঙ্গীত শ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, ৯. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হবে এতে জানমালের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হবে. ১০. দুনিয়াব্যাপী যুলম-অত্যাচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎ বাণীসমূহ ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)। ১১. পাশ্চাত্যের দাম্ভিক ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে সারা দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার চরম পরিণতি ভোগ থেকে তাদের নিস্তার নেই, ১২. তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আলিফ অদ্যাক্ষরের দেশের (ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা হতে পারে) কোন চিহ্ন থাকবে না। কেবল ইতিহাসেই তার নাম অবশিষ্ট থাকবে, ১৩. খ্রিস্টশক্তির চূড়ান্ত পতন সাধিত হবে। তারা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ১৪. এ সময় দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হবেন হযরত মাহদী (আ)।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱

پار ینه قصه شویم ازتازه هند گویم
آفاتِ قرن دویم که افتاد از زمانه

۲

صاحب قرانِ ثانی نیز آلِ گور گانی
شاهی کنند اما شاهی چون ظالمانه

۳

عیش ونشاط اکثر گیرد جگه بخاطر
کم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه

٤

رفته حکومت ازشمال آید بغیر مهمان
اغیار سکه رانند ازضرب حا کمانه

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. পশ্চাতে রেখে এই ভারতের[১]
অতীত কাহিনী যত
আগামী দিনের সংবাদ কিছু
বলে যাই অবিরত।

২. দ্বিতীয় দাওরে[২] হুকুমত হবে
তুর্কী মুগলদের
কিন্তু শাসন হইবে তাদের
অবিচার যুলুমের।

৩. ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে
মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা
তুর্কী স্বভাব ধারা।

৪. তাদের হারায়ে ভিনদেশী[৩] হবে
শাসন দণ্ডধারী
জাঁকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা
মুদ্রা করিবে জারি।

---

১. ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ।

২. দ্বিতীয় দাওর = ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর আমল (১১৭৫ খ্রি.) থেকে সুলতান ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ খ্রি.) পর্যন্ত প্রথম দাওর এবং সম্রাট বাবুরের শাসনকাল (১৫২৬) থেকে ভারতে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় দাওর গণ্য করা হয়েছে।

৩. ভিনদেশী = ইংরেজ।

www.pathagar.com

৫

بعد آں شود چو جنگے باروسیاں وجاپاں
جاپان فتح یابد بر ملك روسیانه

٦

سرحد جدا نمایند از جنگ بازآیند
صلح کنند اما صلح منافقانه

٧

طاعون وقحط یکجا گردودبه هند پیدا
پس مؤمناں بمیرند هرجا ازیں بهانه

٨

یك زلزله که آید چوں زلزله قیامت
جاپاں تباه گردد یك نصف ثالثانه

٩

تاچار سال جنگے افتد به برّغربی،
فاتح الف بگردد بر جیم فاسقانه

www.pathagar.com

৫. এরপর হবে রাশিয়া-জাপানে[৪]
ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী
হইবে জাপানীগণ।

৬. শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে
মিলিয়া উভয় দল
চুক্তিও হবে, কিন্তু তাদের
অন্তরে রবে ছল।

৭. ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ[৫]
আকালিক[৬] দুর্যোগ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম
হবে মহাদুর্ভোগ।

৮. এর পর পরই ভয়াবহ এক
ভূ-কম্পনের[৭] ফলে
জাপানের এক-তৃতীয় অংশ
যাবে হায় রসাতলে।

৯. পশ্চিমে হবে চার সালব্যাপী
ঘোরতর মহারণ[৮]
প্রতারণাবলে হারাবে এ'রণে
'জীম'[৯]কে 'আলিফ'গণ[১০]।

---

৪. বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোর্ট অব আর্থার ও ব্লাডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৫. ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লাখ মানুষের জীবনাবসান হয়।

৬. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই দুর্ভিক্ষ এবং এ থেকে উদ্ভূত মহামারীতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। ১১৭৬ বাংলা সালে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে তা ৭৬-এর মন্বন্তর নামে খ্যাত।

৭. ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকোহামায় প্রলংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৮. ১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছররধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৯. জীম = জার্মানী।

১০. আলিফ = ইংল্যান্ড।

www.pathagar.com

١٠

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد
یك صد وسی ویك لك باشد شمارجانه

١١

اظهار صلح باشد چو صلح پیش بندی
بل مستقل نباشد ایں صلح درمیانه

١٢

ظاہر خموش لیکن پہنا کنند ساماں
جیم والف مکرر رو درمبارزانه

١٣

وقتیکه جنگ جاپاں باچیں فتاده باشد
نصرانیاں به پیکار آیند باهمانه

١٤

پس سالِ بست ویکم آغاز جنگ دویم
مہلك ترین اول باشد به جارحانه

www.pathagar.com

১০. এ সমর হবে বহু দেশ জুড়ে
অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি
ত্রিশ লাখ[১১] নারী-নর।

১১. অতঃপর হবে রণ বন্ধের
চুক্তি[১২] উভয় দেশে
কিন্তু তা' হবে ক্ষণভঙ্গুর
টিকিবে না অবশেষে।

১২. নীরবে চলিবে মহাসমরের
প্রস্তুতি বেশুমার
'জীম' ও 'আলিফে' খণ্ড লড়াই
ঘটিবে বারংবার।

১৩. চীন ও জাপান দু'দেশ যখন
লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি
চালাবে সঙ্গোপনে।

১৪. প্রথম মহাসমরের শেষে
একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ
দ্বিতীয় মহাসমর।[১৩]

---

১১. বৃটিশ সরকারে তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

১২. ১৯১৯ সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে 'ভার্সাই সন্ধি' হয় কিন্তু তা টিকেনি।

১৩. ১ম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। দু'যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

www.pathagar.com

١٥

امداد هندیان هم از هند داده باشد
لاعلم ازیں که باشد آں جمله رائیگانه

١٦

آلاتِ برق پیما اسلاح حشربر پا
سازند اهل حرفه مشهور آں زمانه

١٧

باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب
آید سرود غیبی بر طرز عرشیانه

١٨

دوالف وروس هم چیں مانند شهد شیریں
هر الف وجیم اولی هم الف ثانیانه

١٩

بابرق تیغ رانند کوه غضب دوانند
تا آنکه فتح یا بداز کینه وبهانه

www.pathagar.com

১৫. হিন্দ্বাসী এই সমরে যদিও
সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন
সুফল[১৪] নাহিকো পাবে।

১৬. বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে
অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ
হাতিয়ার আণবিক।[১৫]

১৭. গায়বী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে[১৬]
নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে
প্রতীচীর গান-সুর।

১৮-১৯. মিলিত হইয়া 'প্রথম আলিফ'[১৭]
'দ্বিতীয় আলিফ'[১৮]দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ-চীন সাথে
আঁতাত সুনিশ্চয়।
ঝাঁপিয়ে পড়িবে 'তৃতীয় আলিফ'[১৯]
এবং 'দু'জীম'[২০] ঘাড়ে
ছুঁড়িয়া মারিবে গযবী পাহাড়
আণবিক হাতিয়ারে।
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম
ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণাবলে প্রথম পক্ষ
দাঁড়াবে বিজয়ী বেশে।

---

১৪. ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, যুদ্ধের পর তারা তা বাস্তবায়িত করেনি।

১৫. মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে 'আলাতে বরক' যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র, আমরা বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আণবিক অস্ত্র তরজমা করেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি বন্দরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে, এতে লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। বিদ্যুৎ অস্ত্র বলে মূলত আণবিক অস্ত্রকেই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে।

১৬. গায়বী ধ্বনির যন্ত্র = রেডিও, টেলিভিশন।

১৭. প্রথম আলিফ = ইংল্যান্ড। ১৮. দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা।

১৯. তৃতীয় আলিফ = ইটালী। ২০. দুই জীম = জার্মানী ও জাপান।

www.pathagar.com

۲۰

این غزوه تابه شش سال ماندبد هر پیدا
پس مرد مان بمیرند هرجا ازین بهانه

۲۱

نصرانیان که باشند هندوستان سپا رند
تخم بدی بکا رند از فسق جاودا نه،

۲۲

تقسیم هند گردد دردو حصص هو یدا
آشوب ور نج پیدا ازمکرواز بهانه

۲۳

بے تاج پادشاهان شاهی کنندنادان
اجراکنند فرمان فی الجمله مهملانه

۲٤

ازرشوت وتساهل دانسته ازتغافل
تاویل باب باشد احکام خسروانه

www.pathagar.com

২০. জগত জুড়িয়া ছয় সালব্যাপী
এই রণে ভয়াবহ
হালাক হইবে অগণিত লোক
ধন ও সম্পদসহ।[২১]

২১. মহাধ্বংসের এ মহাসমর
অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া
চলে যাবে নিজ দেশে।
কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে
এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ
বুনে যাবে সেই সনে।[২২]

২২. ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ[২৩]
শঠতায় নেতাদের
মহাদুর্ভোগ-দুর্দশা হবে
দু'দেশেরি মানুষের।

২৩. মুকুটবিহীন নাদান বাদশা[২৪]
পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে
আজেবাজে একছার।

২৪. দুর্নীতি ঘুষ, কাজে অবহেলা
নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল
দেশ যাবে রসাতলে।

---

২১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

২২. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু বুনে যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে স্থায়ী শত্রুতার বীজ। সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা এমন পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করে যার জের আজও চলছে। এছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত বা পাকিস্তানের সাথে যোগদানের ব্যাপারে এমন সব কূট-কৌশল অবলম্বন করে, যার ফলে কাশ্মীর নিয়ে এ যাবত উভয় দেশের মধ্যে তিন-তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে এবং আরও মারাত্মক কিছু ঘটার আশঙ্কা বিরাজ করছে। এছাড়া উপমহাদেশের অঞ্চলে অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ইংরেজ রোপিত সে বিষবৃক্ষ মহীরূহ আকার ধারণ করছে।

www.pathagar.com

٢٥

عالم زعلم نالاں داناز فہم گریاں
ناداں برقص عریاں مصروف والہانہ

٢٦

ازامت محمد(صـ) سرزد شوند بے حد
افعال مجرمانہ اعمال عاصیانہ

٢٧

شفقت بہ سرد مہری تعظیم دردلیری
تبدیل گشتہ باشد از فتنہ زمانہ

٢٨

ہمشیرہ بابرادر پسران ہم بہ مادر
پدران ہم بدختر مجرم بہ عاشقانہ

٢٩

حلت رود سراسر حرمت رود سراسر
عصمت رود برابر ازجبر مغویانہ

٣٠

بے مہرگی سراید بے پردگی درآید،
عفت فروش باطن معصوم ظاہرانہ

www.pathagar.com

২৫. হায় আফসোস করিবেন যত
আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা
করিবে আস্ফালন।

২৬. পেয়ারা নবীর উম্মতগণ
ভুলিবে আপন শান
ঘোরতর পাপ-পঙ্কিলতায়
ডুবিবে মুসলমান।

২৭. কালের চক্রে স্নেহ-তমীযের
ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের
ইয্যত সম্মান।

২৮. পশুর অধম হইবে তাহারা
ভাই-বোন, মা-বেটায়
জেনা-ব্যভিচারে হইবে লিপ্ত
পিতা আর কন্যায়।

২৯. উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার
হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে
ইয্যত নারীদের।

৩০. নগ্নতা আর অশ্লীলতায়
ভরে যাবে সব গেহ
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী
ভেতরে বেচিবে দেহ।

---

২৩. কংগ্রেসী নেতাদের একগুঁয়েমির কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২৪. পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অযোগ্য শাসকদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

٣١

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند
مـــردان ســـفله طينت باوضع زاهدانه

٣٢

شـــوق نماز و روزه حج وزكـــوة وفطره
كم گـــردد وبرآيد يك بارخـــاطرانه

٣٣

خـون جگر نيـوشم بارنج باتو گـويم
للّه ترك گـــردان ايں طرز راهبـــانه

٣٤

قـهـر عظيم آيد بهـر سـزاكـه شـايد
اجـراء خـدا بسـازديك حكم قـاتلانه

٣٥

مسلم شوند كشته افتاں شوندو خيزاں
آزدست نيـزه بنداں يك قـوم هندوانه

٣٦

ارزاں شـود برابر جـائداد و جـان مـسلم
خوں مى شـود روانه چوں بحر بيكرانه

www.pathagar.com

৩১. উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে
পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা
ইবলিস-বন্ধুরা।

৩২. নামায ও রোযা, হজ্জ-যাকাতের
কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা
– দারুণ দুর্বিষহ।

৩৩. কলিজার খুন পান করে বলি
শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব
নাসারার আচরণ।

৩৪. পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও
নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর
গযব আসিবে নামি।

৩৫. ধ্বংস, নিহত হবে মুসলিম
বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ
ভাসিবে রক্তপাতে।

৩৬. মুসলমানের জান-মাল হবে
খেলনা– মূল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে
সাগর স্রোতের মত।

www.pathagar.com

٣٧

ازقلب پنج آبی خــارج شــوند ناری
قــبـضـه کنند مـسلم بر ملك غـاصبـانه

٣٨

بر عکس این برآید درشهر مسلمانان
قــبـضـه کنند هندو بر شـهـر جـابرانه

٣٩

شـهـر عـظیم باشـد اعظم ترین مـقـتل
صد کربلا چو کر بل باشـد بخانه خانه

٤٠

رهبــرز مــسلمــانان درپرده یارایـنان
امــداد داده باشــد از عــهـد فـاجـرانه

٤١

این قصه بین العیدین ازش ون شرطین
ســازد هنود بدرا مـعـتـوب فی زمـانه

www.pathagar.com

৩৭. এর পর যাবে ভেগে নারকীরা
পাঞ্জাব কেন্দ্রের[২৫]
ধন-সম্পদ আসিবে তাদের
দখলে মুমিনদের।

৩৮. অনুরূপ হবে পতন একটি
শহর মুমিনদের
তাহাদের ধন-সম্পদ যাবে
দখলে হিন্দুদের।

৩৯. হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা
ক্রন্দন আহাজারি।

৪০. মুসলিম নেতা–অথচ বন্ধু
কাফেরের তলে তলে
মদদ করিবে অরিকে সে এক
পাপ-চুক্তির ছলে।

৪১. প্রথমে তাহার 'শীন' অক্ষর
থাকিবে বিদ্যমান
এবং শেষেতে 'নূন' অক্ষর
রহিবে বিরাজমান[২৬]
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা
মাঝখানে দু'ঈদের[২৭]
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক
যালিম হিন্দুদের।

---

২৫. পাঞ্জাব কেন্দ্র বলতে সম্ভবত কাশ্মীরকে বুঝানো হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে পঞ্চনদের ভূখণ্ড বলতে কাশ্মীরকেও বুঝায়।

২৬. এমন এক ব্যক্তি নেতৃত্ব প্রদান করবে যার নামের প্রথম অক্ষর 'শীন' এবং শেষ অক্ষর নূন, এটি প্রথম শর্ত।

২৭. দ্বিতীয় শর্ত ঃ সময়টি হতে হবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মধ্যবর্তীকাল। এই শর্ত দু'টি একসাথে যখন পাওয়া যাবে, তখন মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ঘটবে। পরবর্তী এক মুহররম মাসে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হবে।

www.pathagar.com

٤٢

ماه محرم آید باتیغ بامسلمان
سازند مسلم آندم اقدام جارحانه

٤٣

بعد آں شود چوشورش در ملك هند پیدا
عثمان نماید آندم اك عزم غازیانه

٤٤

نیز آن حبیب الله صاحبقراں من اللّه
گیردز نصرة الله شمشیر از میانه

٤٥

ازغازیان سرحد لرزدزمین چو مرقد
بهر حصول مقصد آیندو الهانه

٤٦

غلبه کنند همچو مورو ملخ شباشب
حقا که قوم افغاں باشند فاتحانه

٤٧

یکجا شوند افغاں هم دکنیاں وایراں
فتح کنند ایناں کل هند غازیانه

www.pathagar.com

৪২. মুহররম মাসে হাতিয়ার হাতে
পাইবে মুমিনগণ
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা
পাল্‌টা আক্রমণ।

৪৩. সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া
প্রচণ্ড আলোড়ন
'উসমান' এসে নিবে জিহাদের
বজ্র কঠিন পণ।

৪৪. 'সাহেবে কিরান'[২৮]–হাবীবুল্লাহ
হাতে নিবে শম্‌সের
খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে
ময়দানে যুদ্ধের।

৪৫. কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর
গাযীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তাঁরা
মহারণ হুঙ্কারে।

৪৬. পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে
এসব 'গাযীয়ে-দীন'
যুদ্ধে জিনিয়া বিজয় ঝাণ্ডা
করিবেন উড্‌ডীন।

৪৭. মিলে একসাথে দক্ষিণী ফৌজ
ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা
আনিবে হিন্দুস্তান।

---

২৮. "সাহেবে কিরান"=শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ অথবা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম অথবা এ সময়ে মাতৃগর্ভে যে যাতকের ভ্রূণের সঞ্চার ঘটে, তাকে বলা হয় "সাহেবে কিরান" বা সৌভাগ্যশালী। মুসলিম ফৌজের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবেন এমন এক সাহেবে কিরান যার নাম হবে হাবীবুল্লাহ।

www.pathagar.com

٤٨

كشته شوند جمله بد خواه دين وايمان
خالق نمايد اكرام از لطف خالقانه

٤٩

ازگ شش حروفى بقال كينه پرور
منسلم شود بخاطر ازلطف آن يگانه

٥٠

خوش مى شود مسلمان از لطف وفضل يزدان
كل هند پاك گردد ازرسم هندوانه

٥١

چون هندهم بمغرب قسمت خراب گردد
تجديدياب گردد جنگ سه نوبتانه

٥٢

كا هد الف جهان كه نقطه زونماند
إلاكه نام ويادش باشد مؤرخانه

٥٣

تغرير غيب يابد مجرم خطاب گيرد
ديگر نه سرفراز وبر طرزراهبانه

www.pathagar.com

৪৮. বরবাদ করে দেয়া হবে দীন
ঈমানের দুশমন
অঝোর ধারায় হবে আল্লা'র
রহমাত বরিষণ।

৪৯. দীনের বৈরী আছিল শুরুতে
ছয় হরফেতে নাম
প্রথম হরফ গাফ,[২৯] সে কবূল
করিবে দীন ইসলাম।

৫০. আল্লা'র খাস রহমাতে হবে
মুমিনেরা খোশদিল
হিন্দু রসুম-রেওয়াজ এ ভূমে
থাকিবে না একতিল।

৫১. ভারতের মত পশ্চিমাদেরো
ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে
ঘটাইবে মহালয়।

৫২. এই রণে হবে 'আলিফ'[৩০] এরূপ
পয়মাল মিস্‌মার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু
নামটি থাকিবে তার।

৫৩. যত অপরাধ তিল তিল করে
জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে
নাই নাই নিস্তার।
কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড
দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা
দাঁড়াবে না কভু ফের।

---

২৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট একটি নাম, যার প্রথম অক্ষরটি হবে 'গাফ' এমন এক হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে, তা এখনও বুঝা যাচ্ছে না।

৩০. 'আলিফ' = ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা অথবা উভয় দেশ হতে পারে।

www.pathagar.com

٥٤

دنیا خراب کرده باشند بے ایمانان

گیرند منزل آخر فی النار دوزخانه

٥٥

راز یکه گفته ام من درّیکه سفته ام من

باشد برائے نصرت استاد غائبانه

٥٦

عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی

کن پیروی خدارا احکام قد سیانه

٥٧

چوں سال بهتری ازکان زهوقا آید

مهدی خروج سازد در مهد مهدیانه

٥٨

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

درسال کنتُ کنزاً باشد چنیں بیانه

www.pathagar.com

৫৪. যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস
করিল আপন কামে
নিপতিত হবে শেষকালে সেই
নিজেই জাহান্নামে।

৫৫. রহস্যভেদী যে রতন হার
গাঁথিলাম আমি তা-যে
গায়বী মদদ লভিতে, আসিবে
উস্তাদসম কাজে।

৫৬. অতিসত্বর যদি আল্লা'র
মদদ পাইতে চাও
তাঁহার হুকুম তামিলের কাজে
নিজকে বিলিয়ে দাও।

৫৭. 'কানা যাহুকার'[৩১] প্রকাশ ঘটার
সালেই প্রতিশ্রুত
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে
হবেন আবির্ভূত।

৫৮. চুপ হয়ে যাও, ওহে 'নিয়ামত'
এগিয়ো না মোটে আর
ফাঁস করিও না খোদার গায়বী
রহস্য-আসরার।
এ কাসীদা বলা করিলাম শেষ
'কুনতু কানযান'[৩২] সালে
অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা
ফলিতেছে কালে কালে।

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/৯৩৩৬(রা)—৩২৫০

---

৩১. 'কানা যাহুকা' পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতের শেষাংশ। যার অর্থ- 'মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য'। পূর্ণ আয়াতটির অর্থ ঃ 'সত্য সমাগত হল, মিথ্যা বিলুপ্ত হল, মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য'। যখন মিথ্যার বিনাশকাল উপস্থিত হবে, তখনই আভির্ভূত হবেন হযরত ইমাম মাহদী (আ)।

৩২. "কুনতু কানযান সাল" অর্থাৎ হিজরী ৫৪৮ সাল, মুতাবিক ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে কাসীদার রচনাকাল। এটা আরবী হরফের মান অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব। আরবী হরফে মান অনুযায়ী কাফ=২০+নুন=৫০+তা=৪০০+কাফ=২+নুন=৫০+যা=৭ আলিফ=১ মোট ৫৪৮।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐতিহ্য বিশ্ববিখ্যাত পাঁচটি কাসীদার বঙ্গানুবাদ

হযরত কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা) রচিত কাসীদায়ে বানাত সু'আদ

হযরত ইমাম শরফুদ্দীন আল-বুসীরী (র) রচিত কাসীদায়ে বুরদা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত (র) রচিত কাসীদায়ে নু'মান

হযরত শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (র) রচিত কাসীদায়ে গাউসিয়া

হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ কাশ্মিরী (র) রচিত কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]